

প্রেম ও প্রকৃতি।



শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম-প্রণীত।



কলিকাতা

সন ১৩১৫ সাল।

মূল্য বার আনা।

কলিকাতা—২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত
ও
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নিবেদন।

প্রায় একাদশ বৎসর পূর্ব্বে আমি ছোটনাগপুরের নিবিড় অরণ্যময় পার্ব্বত্যপ্রদেশে কর্ম্মসূত্রে পাঁচ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলাম। ইংরাজী ১৮৯৭ সালের শীত ঋতুর প্রারম্ভে আমাকে কিছুদিনের জন্য নীরব জন-মানবশূন্য শৈলভূমে পূর্ত্তকার্য্য উপলক্ষে বাস করিতে হয়; একাকী একটি বাঙ্গালার নিভৃত-কক্ষে বসিয়া আমাকে সেই দুর্ব্বিষহ নিঃসঙ্গ প্রবাস যাপন করিতে হইয়াছিল। সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিবার জন্য আমি কল্পনাদেবীর শরণাপন্ন হই। তথায় এই কাব্যের ৩।৪ সর্গ লিখিত হয়। তৎপরে গ্রহবৈগুণ্যে আমার আরব্ধ কার্য্য বহু বৎসর অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। দীর্ঘকাল-পরিত্যক্ত অযত্নরক্ষিত পাণ্ডুলিপি জীর্ণ ও কীটদষ্ট দেখিয়া আমার আর আশা ছিল না যে, উহা কখনও গ্রন্থা-কারে প্রকাশিত হইবে। কয়েক বৎসর হইল, আমি বারত্রয়ে ভারতবর্ষের নানা দেশ পর্য্যটন করি; সেই চির-স্মৃতিময় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কবিতায় গ্রথিত করিয়া অর্দ্ধবিস্মৃত অতীতের কল্পিত কামনা এক্ষণে পূর্ণ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি। এজন্য আমি ভগবানের চরণে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিতেছি।

সময়াভাবে এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য আমি স্বয়ং দেখিতে পারি নাই। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিলেন। এ কার্য্যে তিনি আমার সহায় না হইলে আমি কখনও এ গ্রন্থ প্রচারিত করিতে পারিতাম না। অষ্টম সর্গে মালাবারের চিত্রখানি বিবিধভাষাবিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয় আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন; এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম। ইতি—

কলিকাতা,
অগ্রহায়ণ ১৩১৫

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম

ভূমিকা

পৃথিবী বিচিত্র শোভাময়ী। মনুষ্য ইহার শ্রেষ্ঠ জীব। প্রেমই সেই শ্রেষ্ঠ জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। প্রেমশূন্য হৃদয়, মহা-মরুভূমি বা অশান্তির লীলাস্থল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! মানবচিত্ত এত দুঃখপূর্ণ কেন? এত নিরাশার নিপীড়নে জর্জ্জরীভূত কেন? এত অশান্তি অনলে দগ্ধীভূত কেন? মানব জীবন এত সুখশূন্য কেন? ইহার একমাত্র উত্তর,—প্রকৃত প্রেমের অভাব।

প্রকৃত প্রেমলাভের উপায় কি? দুর্ব্বল হতভাগ্য জীব বিশ্বপ্রেমে আত্মদান করিতে পারে না। নর-প্রেম হইতেই প্রকৃতি-প্রেমের উৎপত্তি। প্রকৃতি-প্রেমেই বিশ্বপ্রেম চির-সংস্থিত। কিন্তু পথ বড় দুর্গম। সুতরাং অনেককেই অর্দ্ধপথে গতিরোধ করিতে হয়!

দৃঢ়চিত্তে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রকৃতি-তত্ত্ব আলোচনা করিলে সেই প্রেম লাভ হয়। এই বিশুদ্ধ বিশ্বপ্রেমই সারধর্ম্ম। ইহাই সংসারতাপক্লিষ্ট মানবকে শান্তিদান করিতে সমর্থ। বর্ত্তমান কাব্যগ্রন্থে এই তত্ত্বেরই কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

কলিকাতা
অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ সাল।

গ্রন্থকার



প্রথম সর্গ।

ত্রিবেণীতীরে।

ত্রিযামা যামিনী যায়, ত্রিধারা ত্রিবেণী ধায়,
নীরবে জাহ্নবী-বারি ব'হিছে আঁধারে ;
ধরাবুকে নাই প্রাণ, কোলাহল অবসান,
নিদ্রামগ্ন চরাচর স্তব্ধ চারি ধারে।

কি যেন দুর্ব্বহ দুঃখে, শ্রান্তপ্রাণে ম্লানমুখে,
কৃষ্ণা-অষ্টমীর শশী অস্তমিত-প্রায় ;
ল'য়ে ক্ষীণ জোতিঃ-কণা, বিষাদে বিষণ্নমনা,
ধিকি ধিকি তারারাজী গগনের গায় ;

যেন প্রলয়ের ফেরে, পশ্চিমে জলদ ঘেরে,
নিবিড় ধূমলকায় বিশ্ব আবরিয়া ;
গভীর গভীরতম, হয় নিশি গাঢ়তম,
ঈষদ্ উন্মুক্ত আঁখি আলসে মুদিয়া।

অহো কি নিবিড় তম ! পাষাণ মূরতি সম
ভৈরবী প্রকৃতি একি ব্যাপার তোমার !
দোলায়ে পল্লবশাখা, ঝাপটি বিহগ পাখা,
থাকিয়া থাকিয়া তুলে বিষম চীৎকার !*

চঞ্চলা দামিনী ফিরে, আতঙ্কে শিহরে ধীরে,
মুখে না ফুটিতে হাসি অধরে মিলায় ;
হরিছে আঁধার তার, প্রফুল্ল হৃদয়-ভার,
তাই সে তড়িত-বালা ত্বরিতে লুকায় !

এই ভাগিরথী বামে, নিস্তব্ধ শ্মশানধামে,
ধরাক্লান্ত জীবনের এ সুপ্ত আশ্রমে ;
অন্তিমের দীপরেখা, তৃষিত নয়নে একা,
দাঁড়ায়ে নিরখি আমি ত্রিবেণী-সঙ্গমে।

হৃদয়ে হৃদয় নাই, মাখিয়া নিরাশা-ছাই,
উড়ু উড়ু চিতহারা আমি একজন।
বিরাগে তেয়াগি' গেহ, ভুলি ধরণীর স্নেহ,
কি উদ্দেশে এ নিশীথে হেথা আগমন ?

মোর কি আশার শেষ, জীবনের অবশেষ !
আমি ভবে পথহারা আশ্রয়বিহীন ;
গড়ায় নয়ন জল, গলিত মরম-তল
বিষাদে ব্যথিত হিয়া বদন মলিন !

অমার আঁধার সম, বিষম বিষাদ মম,
রবে কি, এমনি চির-জীবনে মিশিয়া,
অধরের ক্ষীণ হাসি, তীব্র হলাহলরাশি,
রাখিব কি চিরদিন মরমে পুষিয়া ?

মানব জীবন বৃথা, যদি এ জ্বলন্ত চিতা,
জ্বলে চিরদিন ব্যাপি হৃদয়-গহন ?
যদি না নিবাতে পারি, সেচিয়া শান্তির বারি,
কি ফল রাখিয়ে তবে নশ্বর জীবন ?

মিথ্যা সে জ্ঞানের খনি, বিমল বিবেক-মণি,
ভস্মীভূত হয় যদি হৃদয়-উদ্যান,
মিথ্যা চির অধ্যয়ন, শাস্ত্রসিন্ধু আলোড়ন,
বিষাদে বিলীন যদি আকাঙ্ক্ষা মহান্ !

দীপ্ত প্রেমবহ্নি-রাগ, জীবনের যোগযাগ,
স্বধু কি মিশিবে মম বিস্মৃতি সাগরে !
নিদারুণ শোকানল, দহিয়ে হৃদয়-তল,
পশিবে কি শূন্যময় সমাধি বিবরে !

সকলি হবে কি স্বপ্ন, বিফল প্রয়াস, যত্ন,
শূন্যগর্ভ বায়ু সম অনন্তে মিশিবে !
এত সাধ আকাঙ্ক্ষার, প্রাণ-পণ অনিবার,
অতীতে কি অবসান—সকলি নিবিবে !

না, না, না, হবেনা হেন, এ চিন্তা মানসে কেন ?
এ ভগ্ন দুর্ব্বল বুকে বাস নিরাশার ;
যদি না ঘুচাই তম, মানব—মানব-সম,
কেন এ ধরিত্রীবুকে জনম আমার ?

যাব বহু দূরদেশ, করিব যে তীর্থশেষ,
হেরিব নিভৃত দেশ সুদুর্গম স্থল,
ভ্রমিব ধরার'পরি বজ্র-ঝঞ্ঝা বুকে ধ'রি,
দেখিব মানব হিয়া ধরে কত বল ?

মহাতত্ত্ব প্রকৃতির, রহস্য এ পৃথিবীর,
বুঝিব সাধক হ'য়ে স্বভাব-আশ্রমে ;
সতত বাসনা চিতে, জীব-জন্মে শান্তি দিতে,
দিবে না প্রকৃতি কি সে সান্ত্বনা মরমে !

যাব দূর পথ চেয়ে, সংসার সাগর বেয়ে,
লুটিবে তাপিত প্রাণ বনছায়া-তলে ;
হ'লে সন্ধ্যা মনোরম, নীড়ে যাবে বিহঙ্গম,
ভুবনে হাসিবে শশী জ্যোৎস্না-উজ্জ্বলে !

আবেগে হারাব দিশা, হেরিয়া ভূষিতা নিশা,
হবে চন্দ্রকরোজ্জ্বলে চিত্ত ভরপূর !
কাননে চৈত্রের রাস, কুসুমে বিলাবে বাস,
করিয়ে বিমুগ্ধ, লুব্ধ পরাণ আতুর !

দেখি' সে রজত পথ, হবে ফুল্ল মনোরথ,
ভুলাবে দিবার জ্বালা, নিশার মাধুরী ;
পাইয়া বসন্ত-বনে, বিধুরা যুবতী জনে,
কুঞ্জের আড়ালে যেন পিকের চাতুরী !

জননী ! জনমভূমি ! বিদায় দেহ গো তুমি ;
চলিল তোমার শিশু ভবপর্য্যটনে ;
ফিরিব কি না ফিরিব, পাপমুখে কি বলিব,
হে জননি ! এ অধমে রাখিবে কি মনে ?

কে অদূরে গান গায় ? এ চিত্ত শিহরে তায়,
কে আসে নিকটে মোর ? কে হেন নিষ্ঠুর ?
পঞ্চমে ধরিয়ে তান, গায়িছে প্রেমের গান,
কে আসি বাজায় হেথা তন্ত্রী সুমধুর !

'এ কি এ ! সন্ন্যাসী তুমি, ত্যজেছ সংসার-ভূমি,
তন্ত্রী কেন প্রেমগানে শিহরে পরাণ !
ছি ছি ছি এমন কেন ? তোমার সাজে না হেন !
তুমি কর মনানন্দে বিভুগুণ গান।

তোমার জীবন নব, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত তব,
প্রাণে ব্যথা বাসি—তব চিত্ত যে তরল !
এ কুসুমে কীট কেন, অমিয়ে গরল হেন,
মার্ত্তণ্ড বিতরে কি হে কৌমুদী বিমল !'

ঈষদ্ হাসিয়া ধীরে, রাখিয়ে বীণাটি ফিরে
কহিলা সন্ন্যাসী সেই প্রদীপ্ত বয়ান ;
"ওরে মূর্খ কিবা কব, প্রেম-পদে বাঁধা ভব,
প্রেম নাই ব'লে এই অবনী শ্মশান !

বুঝিতে প্রেমের রীতি, ঘুরিছে জগৎ নিতি,
কে বা সে সন্ন্যাসী, গৃহী, যত জীবদল,
এই দীপ্ত হোমানলে, ঐশিক আকাঙ্ক্ষা-বলে,
আত্মদান দিতে সবে উন্মত্ত—পাগল !

ওই রবি শশী তারা, দেখ ছুটে দিক্-হারা,
তৃণ তরু লতা পুষ্প জ্যোতিষ্কমণ্ডল !
হ'তে সে প্রেমের দাস, উগ্রপ্রাণে বারমাস,
বিশ্ব ভুলি উল্কা সম ধাইছে কেবল !

যাও কোন্ দূরদেশে, দীন ভিক্ষুকের বেশে,
কি আশে যেতেছ বল কি ধন হারাই !
নিরখি ও মুখ তব, বুঝেছি বুঝেছি সব,
যাও চলি হেথা তব কোন কাজ নাই !"

শুনিয়ে বচন তার, ত্যজিনু স্বদেশ-দ্বার,
আলোক-আগমে যথা ছায়া অন্তর্হিত !
দূরে হই উপনীত, চিন্তায় সন্তপ্ত চিত,
বিহ্বল হৃদয় মোর তাপিত ব্যথিত !

কভু ধীরি ধীরি যাই, কভু দ্রুতপদে ধাই,
গঙ্গার তটেতে হেরি বিচিত্র কানন ;
স্বচ্ছ তরঙ্গিত নীর, বায়ু বহে ঝির ঝির,
পরাণ শীতল করে সৈকত-শয়ন !

মাতোয়ারা ঘুমঘোরে, জড়িত স্বপন-ডোরে,
সারানিশা জ্ঞানহারা—প্রভাতা যামিনী !
উষা সে ত্রিদিবরাগে, উদিতা পূরবভাগে,
ললাটে সিন্দূরছটা হাসে হেমাঙ্গিনী !

শ্যাম মঞ্জরীর কোলে, কিরণ ঝলকি দোলে,
কুসুমকুন্তলা লতা নাচিছে সমীরে ;
শ্যাম বসুধার অঙ্গে, জড়ায়ে রেখেছে রঙ্গে,
যেন বারাণসী সাটী মুকুতা-শিশিরে !

বিহগ মধুর গায়, বংশীরব উথলায়,
মন্দিরে দেবতা-মঠে বন কুঞ্জবনে ;
নূপুর ঝঙ্কারে নারী, কুম্ভ কাঁখে, সারি সারি
চ'লেছে গঙ্গার জলে মরাল-গমনে।

শ্বেত তরঙ্গের প্রায়, আবরি প্রান্তরকায়,
চলে গোঠে বৎসমালা কাতারে কাতার !
প্রভাতের পরকাশে, পুলকপূরিত হাসে,
বিকসিল ধরামুখ অনিন্দ্য শোভার !

এ শিথিল মৃত-প্রাণে, কে যেন চেতনা আনে,
এই শুষ্ক দেহ-ভরে চলিনু আবার !
অনেক নগর ফিরি' মধু বৃন্দাবন হেরি'
মথুরা দ্বারকা সারি, যাব হরিদ্বার !

দেখিব সে হৃষীকেশ, গোমুখীর চারুদেশ,
মর্ত্ত্য প্রকৃতির বুকে শোভিত নন্দন !
কৈলাস বৈকুণ্ঠ দুটি একত্র সেখানে ফুটি,
রচিত ভূতলে নব আনন্দ-কানন।

হে প্রকৃতি ! এ কি হেরি ! কে তোমা র'য়েছে ঘেরি,
মেঘে সৌদামিনী—শৈলে ইন্দ্রধনু-হার !
স্বর্ণে শিখিপুচ্ছ নব, সেখানে যে সে বিভব !
নয়নে পলক মোর পড়িবে কি আর !

ক্ষিপ্রগতি বায়ু জিনি, খরস্রোতা স্রোতস্বিনী,
কোন্ দেশযাত্রী সখি উপলের পথে ;
ছিন্ন ভিন্ন তনুখানি, বদনে উচ্ছ্বাস বাণী,
কে জানে, নহে গো ক্ষান্ত তবু কোন মতে !

পল্লবে ধরিছে ফুল, নীলাকাশে তারাকুল,
ত্যজি কান্তি পড়ি ভূমে হতেছে বিলীন ;
আবার আবার কেন, নব প্রেমরাগে হেন,
ফুটিছে সঘনে পুনঃ প্রসূন নবীন !

এক রশ্মি নিবে যায়, নেত্র ফিরি দেখি হায়,
রশ্মি তার বক্ষপাতি অপরে হ'রিছে।
আলো আর অন্ধকারে, প্রকৃতির লীলাগারে,
হাসি অশ্রু পরস্পরে আবেগে চুমিছে।

মরণ মরণ নয়, তবু ভ্রমে ভয় হয় ;
নিদাঘে জুড়াতে তৃষা সলিল শীতল !
ভেবে বুক ভেঙ্গে যায়, পৌর্ণমাসী শশী হায়,
জড়পিণ্ডে সৌরকরে দীপ্তি সমুজ্জ্বল !

জগতের রঙ্গভূমে, বহ্নিময় রণধূমে,
কি মোহ আঁধারে অন্ধ নয়ন আমার !
অন্তর্ভেদী অবিরল, সুধু জনকোলাহল,
সতত মুমূর্ষু ধ্বনি আর্ত্তের চীৎকার !

হে সুধারূপিণি অয়ি ! কি সান্ত্বনা মোহময়ী,
ও মুখে জড়ায়ে আছে সতত তোমার !
তাই গৃহত্যাগী মন, আশাভরে উচাটন,
হেরিতে তোমায় আজি হয় বারেবার !

গোলাপ অধর তব, অরুণ বরণ নব,
মেঘসম তরঙ্গিত কৃষ্ণ কেশভার,
আনন্দদায়িনী হাস, মধুর ও শ্যামবাস,
শয়নে স্বপনে সদা মূরতি শোভার !

ও তব স্বর্গীয় ডোরে, বাঁধ গো বিমুগ্ধ ক'রে,
যূথভ্রষ্ট মৃগসম উদ্দাম জীবন !
বিজ্ঞানেরে ভস্ম ক'রি, তোমাতে চেতনা ধরি'
এ ঘোর নিদ্রিত মন লভে জাগরণ !

রূপহর্ম্ম্যে জ্যোতিঃ নিবে, যদি দেখা দেয় জীবে,
ঘনঘোর অমানিশি দুর্ভেদ্য আঁধার ;
তবু ওই শোভারাশি, ল'য়ে চির-সুধা-হাসি,
ঢালিবে অনন্ত প্রীতি হৃদয়-মাঝার !

মরুবহ্নি-প্রজ্বলিত, হিংসাকীট-মুখরিত,
হউক কাপট্য-লীলা নিত্য অগণন !
মলয় সুধীরে ব'বে, কুঞ্জবনে পিকরবে,
উথলি রাখিবে মধু বাসন্ত-যৌবন !

হোক্ সত্য হোক্ ভুল, তুমি এ সৃষ্টির মূল,
আমি নবযাত্রী আজি সাম্রাজ্যে তোমার !
দাও গো করুণা ক'রে সে নবজীবন মোরে,
জীবনের কোটিকল্পে রত্ন সাধনার !

ইতি প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

—:০:—



হরিদ্বারে।

ঢুলে অপরাহ্ণ-কায়া, আছে রৌদ্র আব্‌ছায়া,
গিরিবন-অন্তরালে কাঁপে দিনকর ;
বনেতে কলিকা ফুটে, সমীর আবেগে ছুটে
হৃদয় উথলি উঠে সৌরভে সুন্দর !

বনতুলসীর গন্ধ, লভিয়ে ভ্রমর অন্ধ,
আশে পাশে চারিধারে করে গুঞ্জরণ ;
স্তব্ধতা নামিয়া আসে, তেয়াগি বিমান বাসে,
স্তিমিত সাঁজের ছায়ে প্রশান্ত ভুবন।

একা অবসন্ন মনে, নদীকূলে নিরজনে,
শুনি সে কল্লোল-ভাষ অফুট চঞ্চল !
কে যেন সুদূরে থেকে, কহে মৃদু কণ্ঠে ডেকে,
"কোথা হে পরাণ-বঁধু জীবন-সম্বল।"

কাঁপে হিয়া থর থর, কার ওই কণ্ঠস্বর !
এ বিজনে নিরজনে প্রকৃতি-সীমায় !
মোর অন্যমনা হিয়া, নিরখিল দূরে গিয়া,
সোণার বল্লরী এক ভূতলে লুটায় !

'কে তুমি বল গো বালা, কানন করিয়া আলা,
আঁধারি নিলয় কার লুণ্ঠিত এ বনে ;
বিদেশী পথিক আমি, জানেন অন্তর-যামী,
আমারে নাহিক ভয়, শুন লো ললনে !

বিকসিত শতদল, করে রূপ ঢল ঢল,
সরস বরষালতা তোমার যৌবন ;
তুমি কি সন্ধ্যায় সতি, নভে অরুন্ধতী জ্যোতিঃ !
কিম্বা বঙ্গ-শারদের চন্দ্রমা-কিরণ ?

বনমাঝে বনবালা, পরি সৌন্দর্য্যের মালা,
অরুণ-কণক-রুচি কে তুমি সুন্দরি ?
এ ঘোর নির্জ্জন দেশে, কেন ভিখারিণী-বেশে !
বিভূতি-মাখান-মণি দিক আলো করি !

গলায় সরমে ছুটি, দেখি তব আঁখি দুটি,
নয়ন মুদিয়ে লাজে বন-কুরঙ্গিণী ;
দেয় দেখি বাহুপাশ, মৃণাল গলায় ফাঁস,
শুকায় গোলাপ সখি বিদ্যুতবরণী !

ওই মুখ নিরমলে, কোন্ স্বর্গ-জ্যোতিঃ জ্বলে,
জ্যোৎস্না গরব হের ক'রে দেয় চুর ;
পড়িছে তারার ছায়া, শোভিছে ও চারুকায়া,
নীল আকাশের তলে মোহন মুকুর !

এই দীন পান্থজনে, স্নেহসুধা বরষণে,
কহ কি বিরাগে হেথা বিরাজ কামিনী !
কাড়ি রত্ন অলঙ্কারে, এ গৈরিক জটাভারে,
নবীন যৌবনে কেবা সাজালে যোগিনী !

কহ গো করুণা ক'রি, মন-কৌতূহল হ'রি
অতৃপ্ত চিত্তের তাপ জুড়াই কোথায় ?
দেশ, কাল, পাত্র, নাই, জীবন জুড়াতে চাই,
হায় আশা মায়াবিনী মরুভূ দেখায় !

কামনায় হ'য়ে হীন, হৃদয়ে হ'তেছি দীন,
কামনা পূর্ণিতে পৃথ্বী নিরন্তর চলে,
হ'য়ে কামনার দাস, নাহি ঘুচে হা হুতাশ,
বিদগ্ধ কামনা সদা নিরাশা-অনলে।

হায় সে দুর্ল্লভ প্রেম, শত কষ্টিকষা হেম,
এই স্বার্থপর ভূমে কোথা আত্মদান ?
প্রেমের পসরা কিনি, ধরা করে বিকি-কিনী
তুলা দণ্ডে করি' তার ওজন সমান।

আছে শুনি শান্তিধাম, কোন্ দিকে, কার নাম ?
লভে নর কামনার আশা বিসর্জ্জনে !
ভুলি স্নেহ, প্রেম, গেহ, অস্থি-চর্ম্ম করে দেহ,
সারাটা জীবন যায় বৃথা অন্বেষণে !

কই সেই বিশ্বরূপ, নরচক্ষে অপরূপ,
যুগান্ত সাধনে শুনি কণামাত্র ফলে ;
সাধনে পরাণ যায়, যন্ত্রণার বজ্র-ঘায়,
রোধিতে না পারি' বেগ ক্ষুদ্র কীট-বলে !

ক্ষণিক জীবন-কালে, রহস্যের ইন্দ্রজালে
এ নশ্বর নরতত্ত্ব বড় সুগভীর ;
এই মহাজ্ঞানতত্ত্ব, নহে কার' করায়ত্ত ;
অথচ এ চিন্তাস্রোত প্রখর মদির।

একটি ঝঞ্ঝার ঘায়, গৃহে থাকা হ'ল দায়,
ধরিব প্রকৃত সূত্র বাসনা মরমে ;
তাই হৃদে আশা পুরি গহনে বিজনে ঘুরি,
নিবিড় কান্তারে ঘন অরণ্য দুর্গমে !

কোথা সেই সত্য পথ, পূরিতে এ মনোরথ,
নিবাই এ দাবাগ্নির প্রচণ্ড দহন!
কহ ত্বরা কৃপা করি' ঘনাইছে বিভাবরী;
আঁধারে প্রলয়-রূপা মূরতি ভীষণ!'

"কে তুমি পথিকবর! দীর্ণ শীর্ণ কলেবর,
কারে তুমি কর প্রশ্ন মধু-সম্ভাষণে!
কে তুমি ফুটালে আসি, বিষণ্ণ অধরে হাসি,
চাহ তুমি জ্ঞানতত্ত্ব কাহার সদনে?

ছাড়ি সে যোগীন্দ্রজন, জ্ঞানপূর্ণ নিকেতন,
লভিবে মহান্ তথ্য ক্ষীণাঙ্গী দুর্ব্বলে!
সহি সদা ক্লান্তি জরা, হৃদয় বিকারভরা,
হ'য়েছে তোমার পান্থ এ ঘোর বিরলে।

আমি ত অবলা নারী, জ্ঞানের কি ধার ধারি,
আমিও আশার ছলে হৃদয়েতে সারা;
ত্যজিয়ে সংসার তাই ভাল কাজ করি নাই,
হয়েছি বিহ্বল আজি বাতুলের পারা!

তোমার জ্ঞানের জ্যোতি, দেখি যে প্রখর অতি,
বৃথা গৃহ তেয়াগিনু দূর আকাঙ্ক্ষায়;
চির-জন্ম-স্মৃতি-সুখ, সেই প্রাণ-বঁধু-মুখ,
মরম উপাড়ি, তবু ভুলি গো কোথায়!

ভ্রমিনু অনেক ঠাঁই কোথাও ত কিছু নাই,
এ শূন্য হৃদয়ে সুধু খেলে অন্ধকার ;
যেবা শূন্য করে' গেল, সেই পুনঃ ফিরে এল,
নিবায়ে প্রদীপ সখা জ্বালিল আবার !

সেই দীপশিখা-'পরি, আমি কীট জ্বলে মরি,
উষ্ণ-ধূপ-গন্ধ-রস-প্রমত্ত-সৌরভে ;
ভাঙিল বালির বাঁধ, ভাবিয়ে হৃদয়চাঁদ,
এ দশা লাগে যে ভাল থাকিয়ে রৌরবে !

সাধনে ঘুচান-ব্যথা, বিষম প্রাণান্ত-কথা,
জুড়াতে নিদাঘ-জ্বালা বহ্নি-সরোবরে ;
নারীর হৃদয়পুর, কামনায় তৃষ্ণাতুর,
কেমনে বিদেশী বল, অন্য ধ্যান ধরে ?

হৃদি-বৃন্তে পারিজাত, আমার সে প্রাণনাথ,
থাকুন সে বিশ্বনাথ নাহি সে ভাবনা ;
প্রাণনাথ বিনা আর, হিয়া কাড়ে সাধ্য কার,
তিনি দিয়াছেন তাঁর দীক্ষার ধারণা।

বিশ্ব-বাঞ্ছা-কল্পতরু আমার জীবন-গুরু,
অপূর্ণ আজিকে নাহি রেখেছেন সাধ ;
মন নাহি ভুলে মোর, কেটেছে সে ঘুম ঘোর ;
আর মন-সাধে পান্থ সেধ না হে বাদ।

যতদিন বিশ্বে আমি, সে জন আমার স্বামী,
দূরে কি নিকটে সে যে চির-আপনার ;
গেছেন সংসার ভুলে, তা ব'লে কি রব ভুলে,
জন্মে জন্মে স্বর্গে মর্ত্ত্যে বাঁধা পদে তাঁর।

দেখি মোরে অশ্রুমুখী, বিরহবিধুরা দুঃখী,
এতদিনে বুঝি তাঁর ব্যথার সঞ্চার ;
তাই স্মৃতিরূপ ধ'রি, সতত অধীর ক'রি,
করেন হৃদয়-নাথ উদ্দেশ প্রিয়ার !

এখন বুঝেছি সার, যদি কিছু থাকে আর,
তবে সে অমৃতময়ী প্রেম-মন্দাকিনী।
এই সুর-নদীজলে, সন্তরিয়ে কুতূহলে,
সাধ যায় ভেসে যাই দিবসযামিনী !

নাই তথা রবিশশী খরকর—অমানিশি,
স্নিগ্ধ শ্যাম বনচ্ছায়া সে পূত-প্রণয় ;
বাঁধি ভাব-স্মৃতি-ডোর, থাকি প্রাণে হ'য়ে ভোর,
ভব-মরুভূমি মাঝে রচি' স্বর্গালয় !

একাকিনী বিরহিণী, গৃহহারা অনাথিনী,
ছিলাম যে এতদিন এবে নহি আর ;
জানিনা কি-ভাগ্যবলে, কোন্ করমের ফলে,
এ ভব-বিরহে পাই উৎস সান্ত্বনার !

ছাড়িলাম গৃহবাস, বৈরাগ্যের পূর্ব্বাভাষ,
কি সুখ হে উদাসিন্ উদাসজীবনে ?
জাগ্রত মানসে হায়, শত স্বর্গ সুষমায়,
সেই ফোটা ফুলরাশি গৃহের প্রাঙ্গণে !

আজো সে বাসরঘর, হর্ষে কম্পে থরথর,
লজ্জা-আবরণে ঢাকা আকাঙ্ক্ষা মরমে ;
আজো সে প্রেমের হাসি, অধরের প্রান্তে আসি,
ফোটে ফোটে ক'রি তবু ফোটে না সরমে !

চারি চক্ষে সে চাহনি, আজিও নূতন গণি,
কি লাজে মুদিতে আঁখি অধীর পল্লব !
সে দুরন্ত অভিমান, এখন' আকুলি' প্রাণ,
সোহাগে নাশিতে চায় বঁধুর গরব !

সেই ফুলশয্যা কোলে, অস্ফুট কণ্ঠের বোলে,
অধৈর্য্যে উল্লাসে হর্ষে কত আকিঞ্চন !
কি আবেশে তন্দ্রা টুটে, কঙ্কণ ঝঙ্কারি উঠে,
হৃদি উছলিত তায় শিহরি কেমন !

সে মোর অতীত সুখ, এখন' ভরিছে বুক,
জগতে নিরখি কোথা কণিকা তাহার ;
দেখিনু বৈরাগ্য পাছে, নিরাশা দাঁড়ায়ে আছে,
ব্যাদানি বিকট মুখ ঘন তমসার !

ভুলিব কেমন ক'রি, সকরুণ স্নেহ স্মরি,
স্মৃতির পীড়নে মোর বুক ভেঙ্গে যায় ;
তারে একা দূরে রাখি, আমার পরাণ-পাখী,
একেলা আকাশে কভু উড়িতে না চায়।

ঘুচেছে এ মনোভ্রান্তি, তীর্থে কোথা মম শান্তি,
সর্ব্বতীর্থসার স্বামী-স্মৃতি-আরাধন !
হৃদয়-আঁধারে ঘোর, প্রাণের দেবতা মোর,
সৃজেছেন প্রেমতীর্থ—তৃপ্তি-নিকেতন !

অন্য তীর্থ নাহি চাই, স্মৃতি-মঠে নিত্য পাই,
এ চির-বিরহে তাঁর দুর্ল্লভদর্শন !
শুন হে পথিকবর, মোর তীর্থ মনোহর,
জীবনে মরণে স্বামী এ বুকে শোভন !

যদি সে আলয় মম, নিবিড় অরণ্য সম,
রহে চির-অন্ধকারে ঢাকা অবিরল !
যদি না নয়ন মেলে, রবিচন্দ্রকর খেলে,
সেই স্মৃতি-দীপ্তি হবে দেউটি-উজ্জ্বল !

যদি দেখি গৃহ-বেশ, শূন্য পৃথ্বী-অবশেষ,
ধূলিধূসরিত হেরি মণ্ডপ-বিতানে ;
যদি সে করাল ডাকে, প্রাচীরে পেচক হাঁকে
তবু রব বুক পেতে সে সুপ্ত শ্মশানে !

সে জীর্ণ কুটীরদ্বার, সুখাশ্রম অমরার,
কণ্টকিত বনগুল্ম—প্রমোদ-নন্দন!
সুমঙ্গল শঙ্খ-সম, বাজিবে এ কর্ণে মম,
শিবার অশিব রব, ভুজঙ্গ গর্জ্জন!

লয়ে শেষস্মৃতি তাঁর, বহিব এ দেহভার,
গৃহ-অভিমুখে তাই ত্বরিতগামিনী!
শুয়ে ছিনু ধরা'পরে, পথশ্রম দূর তরে,
তুমি ত জাগালে ডেকে—'কে তুমি কামিনী'!

নহ পরিচিত মম, তবু পরিচিত-সম,
কহিলাম বহু কথা হৃদি-রাগ ভরে;
ইহাতে কি দোষ আছে, তুমি যে আমার কাছে,
পাবে পূজা ভ্রাতৃসম ভগিনী-আদরে!

দেখি চোখে কালরাত্রি, দোঁহে একপথ-যাত্রী,
দেখি এক-বেশ দোঁহে নিরাশা-দহনে;
ইহাতে নাহিক সুখ, চল পান্থ গৃহমুখ,
বহুদিন গৃহহারা আমি এ জীবনে!

অপরাধ ক্ষমা কর, দুঃখিনীর দোষ হর,
আর না ফুটিছে ভাষ কম্পিত অধরে;
যৌবনে যোগিনী বেশে, এই দূর বনদেশে,
নহি গো নবোঢ়া বধূ সে মধু-বাসরে!"

হৃদে যেন ঘুম ছায়,　　চিত্রে পুতলীর প্রায়,
　বিস্ময়ে বিহ্বল হ'য়ে রহিনু চাহিয়া ;
সম্বিতে ক্ষণেক পরে,　　কহিলাম মৃদুস্বরে,
　কণ্ঠ রুদ্ধ হয় তবু থাকিয়া থাকিয়া !

'দেখি যে প্রেমেতে ভরা,　　তোমারি এ বসুন্ধরা,
　বাসযোগ্য গৃহ তব প্রেম-মহিমায় !
অপূর্ব্ব তোমার শিক্ষা,　　পূর্ণ হৃদে উচ্চ দীক্ষা,
　নারীর মহত্ত্ব চির-বিখ্যাত ধরায় !

বড় আশা আছে মনে,　　আর্য্য-তীর্থ-দরশনে,
　গঙ্গোত্রী দেখিয়ে যাব বদরী, কেদার ;
ভাগ্যে যদি ফেরা ঘটে,　　হ'ব শিষ্য বিশ্বমঠে,
　প্রেমের মহিমা ভবে বুঝিতে অপার !

সংসারতাপিতজন,　　চিত ঘোর উচাটন,
　জ্বলে মরি বাসনার দগ্ধ হুতাশনে ;
তাই সঙ্গ ত্যজি তব,　　হেরিতে এ চিতে ভব,
　বহুল আয়াসে যাহা ফলে না জীবনে !

দেহ গো বিদায় সতি,　　আমি অতি মন্দমতি,
　বিজনে ছাড়িতে তোমা পরাণ না চায় ;
গহনে ফিরিব একা,　　সকলি অদৃষ্ট-লেখা,
　বুঝি গো হবে না দেখা, বিদায়—বিদায় !'

নিবেদি' তাহারে হেন, বিদ্যুৎ বেগেতে যেন,
স্তব্ধ উপত্যকা-পথে চলিনু আবার ;
শ্যামল দুকূল সাজে, তরুকোলে লতা রাজে,
মেঘ-সম বনরাজী ঘেরিয়ে দু'ধার।

হৃদয়-আবেগে ধাই, নেত্র ফিরে নাহি চাই,
চুম্বক ল'তেছে লৌহে সঘনে টানিয়া ;
প্রকৃতিবিভব যত, পলকে পলকে শত,
শোভার তরঙ্গে যেন যেতেছে ভাসিয়া !

সহসা চেতনা হরে ; ভব-রাজ্য তুচ্ছ ক'রে
বিশাল সাম্রাজ্য কার গগন-তোরণে !
তুষার-ধবল সাজ, ও কি দূরে হিমরাজ !
বিরাজে বিরাটরূপে অনন্ত-জীবনে !

ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ



হিমালয়ে।

হে প্রকৃতি! মায়াবিনী! সৌন্দর্য্যের নির্ঝরিণী!
কোথা সে বালিকা-হাস করুণ-অধরে!
জ্যোৎস্না-আকুলিত নিশি, সৌরভে পূর্ণিত দিশি,
কাননে কুসুম খেলা—তারকা অম্বরে!

কিম্বা সে বসন্তকালে, সন্ধ্যার জলদজালে,
অপূর্ব্ব বিমান-শোভা দিনান্তকিরণে;
বিপুল পুলকভরা, মোহমাখা বসুন্ধরা,
ঢালিত কি প্রীতি-সুধা জাগায়ে জীবনে!

গভীর—গম্ভীর সব! কোথা পিকভৃঙ্গরব!
তটিনীর কুলুকুলু সুমৃদুল তান!
বসন্তপ্রমোদ বন, সে যৌবননিকেতন!
নয়নে দামিনী-দ্যুতি কণ্ঠে প্রেম-গান!

সকলি ডুবেছে হায়, কণামাত্র নাহি তায়,
শিহরে সৌন্দর্য্য কিরে এ বিজন স্থলে!
সেই পত্র পুষ্পমেলা, জীবনের ছেলেখেলা,
একি দৃশ্য অভিনব গাম্ভীর্য্যের বলে!

পড়ে ধারা পরমাদে, গর্জ্জি শত বজ্রনাদে,
প্রবাহিয়ে স্ফটিকের তরঙ্গিত ধার;
নগ্ন দীর্ঘ তরুদল, অঙ্গে হিম ঝলমল,
শিয়র পরশে নভোনীলিমার দ্বার!

কটি বেড়ি সানুদেশে, এ কি এ বীভৎস বেশে!
ঘেরে আছে সুনিবিড় অরণ্য আঁধার!
ভ্রমিছে নির্ভয়ে বলে, নৃশংস শ্বাপদদলে
গরজে কেশরী—ছাড়ে শার্দ্দূল হুঙ্কার!

অহো এ কি খরতর! যেন তীক্ষ্ণতম শর!
উড়ায় তুহিন-কণা দুরন্ত পবন!
কুয়াসার ধূমরাশি, বিস্তারে বেড়েছে আসি,
বর্ম্ম-সম বীরতনু দিয়ে আবরণ।

ভারত উত্তরে থাকি,　　পশ্চাতে তিব্বত রাখি'
ললাটে ভূস্বর্গ সম কাশ্মীর-কান্তার ;
রহিয়ে পূরবে চুমি,　　আসামের বনভূমি,
স্থজিয়াছে কিবা এক জলধি শোভার !

দেখায় গাম্ভীর্য্য যত,　　হৃদয়ে সৌন্দর্য্য তত,
মনোমৃগ মুগ্ধকরি' অপূর্ব্ব ছটায় !
বহুরত্ন-রত্নাকরে,　　তারকার দীপ্তিভরে,
এই হিমাদ্রির অঙ্গ রেখেছে সাজায় !

প্রভাতরবির করে,　　আহা কি মাধুরী ধরে,
সোনার মুকুট পরি' নীল শৃঙ্গমালা ;
দৃপ্ত হেমোজ্জ্বল কায়া,　　পড়ে কৃষ্ণতরুছায়া
ভবের বিভূতি যেন রহিয়াছে ঢালা !

মুঞ্জরিত তরুবুকে,　　হাসে নিত্য নবস্থুখে,
চিত্ততৃপ্তিকর ফুল দিবসরজনী ;
রৌদ্রবর্ষা পরকাশে,　　শরৎবসন্ত হাসে,
যখনি আসিবে ফুল্ল দেখিবে তখনি !

নীহারমণ্ডিত হায়,　　শ্যাম বনরাজী-গায়,
দেখিবে ছায়ার সহ বর্ণের বিকাশ ;
এক মহীরুহে রতা,　　দেখিবে সহস্র লতা,
জড়প্রেমে বিশ্বপ্রেম অপূর্ব্ব-প্রকাশ।

বিস্ময়ে হইবে সারা,— হিমগিরি আত্মহারা,
দেহ বিচূর্ণিত ক'রি লুটিছে বিহ্বলে ;
হিয়ার ভিতরে তার, ছিল কত মণিভার,
অনাদরে হেথা সেথা ছড়ায় উছলে !

পদ্মরাগ মরকত, জ্যোতির্ম্ময় মণি যত,
আলিঙ্গি মৃত্তিকাবুক প্রণয়ে বিধুর !
আঁধারে আলোক যথা, বিচিত্র মিলন তথা,
সে প্রেমপ্রসার কেবা বুঝে কত দূর ?

ঝর্ঝর নির্ঝর ধারা, ত্রিদিব সুধার পারা
কোটী উপবীত-রূপে আনন্দে গড়ায় ;
কভু না শুকায় নীর, স্নিগ্ধ স্বচ্ছ সুগভীর,
কোথা রুদ্র ঋতুরাজ বিক্রম হেথায় ?

বিহঙ্গ কুরঙ্গ সব, সুরঙ্গ মাধুরী তব,
এই হেমন্তের রাজ্যে অসীম সুন্দর ;
শত রঙে সুরঞ্জিত, কি মাধুরী বিকসিত,
উড়ে প্রজাপতি শত বিশ্বমনোহর !

কন্দরে বসিয়ে ধ্যানে, হারাইয়ে বাহ্য জ্ঞানে,
কোথাও অটল-মূর্ত্তি মুদিত নয়ন !
হারায়ে হৃদয়-বলে, কোথাও পাদপতলে
ভব-ভ্রমে দিশাহারা চঞ্চল জীবন।

সংখ্যাতীত জীব-বাস, দেবকান্তি স্বপ্রকাশ,
সাম্যের সাম্রাজ্য হেন নাহি বুঝি আর ;—
ত্রিদিব হইতে নামে, বিহরিতে হিমধামে
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, যত অমরার।

নীরব নিশীথকালে, বিমল চন্দ্রিকা জালে,
হিমবান্ শোভাবান্ সুষমার ফুলে ;—
শূন্যে হাসে তারাদল, হিমবাস স্নিগ্ধোজ্জ্বল,
বৃক্ষে বৃক্ষে জোনাকীর প্রদীপ বহুলে।

তরুশাখা হ'তে আলো, অন্ধকারে শোভে ভাল,
বিকীরিত বিশ্বজ্যোতি জোনাকী তপনে !
আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর, তুমি উচ্চ উচ্চতর,
রেখেছে প্রভেদ কোথা বিশ্বের নয়নে !

রবি শশী গ্রহ তারা, ঢালে কি আলোকধারা
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডবুক পুলকে ভরিয়া ;
এ প্রখর আলো মাঝে, ত্রিলোক চমকি রাজে,
সন্ধ্যার প্রদীপরশ্মি আঁধার হরিয়া !

রূপসীর রূপবিভা, প্রজ্জ্বলিত চক্ষে কিবা
ঘুচাইয়ে হৃদয়ের বিষাদ তিমির ;
নিবন্ত স্তিমিত জ্যোতি, বিতরে সৌন্দর্য্য অতি,
উথলি ভাবুক-বক্ষে উচ্ছ্বাস মদির !

অনন্ত আলোক-খনি, দীপ্ত সূর্য্য দিনমণি,
সে ও যে কণিকা-কণা আলোকসাগরে ;
হে অন্ধ মানব মন, কি হেতু অজ্ঞান ঘন,
ক্ষুদ্রে উচ্চে সমরূপে বিশ্ব জ্ঞান ভরে !

ওই সূর্য্য আত্মহারা, ওই শশী সুধা পারা
ওই নীলিমার কোলে গ্রহ তারাদল ;
প্রদীপের রশ্মি ক্ষীণ, জোনাকীর দীপ্তি দীন
একাধার হ'তে আলো লভিছে সকল।

উচ্চ শির ভূমে নত, গুরু জ্ঞান গর্ব্বহত,
বৃথা এ জীবন-মার্গে হেরি অহঙ্কার ;
সেই শক্তিকণা ফলে, ক্ষীণ-শৌর্য্য বীর্য্যবলে,
হেলায়ে অঙ্গুলী ঘায়ে ভাঙে বজ্রসার।

নিশিদিন অনশনে, বিরলে গ্রন্থের সনে,
কোথা সে একান্ত মন রত অধ্যয়নে ;
বিশ্বতত্ত্ব বুঝিবারে, ভ্রমি ভ্রম-অন্ধকারে,
গড়ায় কপোল বাহি' ধারা দু'নয়নে !

ভবভূমে দেখি নর, জীব রাজ্যে শ্রেষ্ঠতর ,
সীমা-হারা জ্ঞানরাজ্য আয়ত্ত তাহার ;
তার ক্ষুদ্র পদতলে, কি কূট কৌশলবলে,
সুপ্ত শিশুটির মত লোটে পারাবার !

মস্তিষ্কের কেন্দ্র হ'তে,　　কি চারু প্রতিভা-রথে,
স্বর্গসম মনোহারী শিল্পের বিকাশ !
এই দুঃখপূর্ণ ধরা,　　হইল মধুরতরা,
নিরখি সে শিল্পে শত সৌন্দর্য্য-প্রকাশ !

দীর্ণ প্রাণ হ'ল ছাই,　　তবু কি রে অন্ত পাই,
অন্ত কি আছে রে কভু মর অন্বেষণে ?
এমন মানব হিয়া,　　কি কৌশলে তায় গিয়া,
দুরন্ত মাৎসর্য্য কীট দংশিছে সঘনে !

অদ্ভুত মাৎসর্য্য সৃষ্টি,　　বৈশ্বানর সমদৃষ্টি,
মৃত্যু যেন ভয়ে ভীত বাসে আপনার।
দিবস রজনী যায়,　　যেন ঘূর্ণগ্রহ প্রায়,
দেখায় মাৎসর্য্য নব লীলা বারেবার।

শান্ত স্থির নীলাম্বরে,　　নব ঘন জলধরে,
কোথা নীর—রক্তবৃষ্টি উল্কার পতন !
চির-অশান্তির স্থলে,　　সারাটা জীবন জ্বলে,
তবু কোথা দর্পহত আনতবদন !

শীতল চন্দন-আশে,　　রোপি বিষতরু বাসে,
বিজড়িত ঊর্দ্ধফণা ভুজঙ্গের কায় !
নিশান্তে প্রভাত এল,　　ভাবিনু আঁধার গেল,
দেখিনু হৃদয় ঢেকে আছে কালিমায় !

প্রকৃতি-ভ্রূভঙ্গে হায়, পদে পদে চূর্ণ প্রায়,
দেখি নর তবু গর্ব্বে ঊর্দ্ধ করে শির ;
কোথা হৃত পরাজিত, সরমেতে সঙ্কুচিত,
বিক্রম প্রকাশ হেতু সতত অস্থির !

দাও এ অবোধে হায়, হে হিমাদ্রি ভীমকায়,
তোমার জীবন-শিক্ষা বাঞ্ছিত সুন্দর !
লয়ে এই ছন্নমতি, আমি যে অনন্যগতি,
দুরাকাঙ্ক্ষা-বশে আজি বহু অগ্রসর !

প্রতি নব তরুপত্রে, স্নিগ্ধচারু শ্যামছত্রে,
প্রতি নির্ঝরের তব তরঙ্গ ধারায় ;
তব প্রতি শিলাসনে, তৃণগুল্মপুষ্পবনে,
জীবের জীবন দেব র'য়েছে জড়ায়।

তব উচ্চ শৃঙ্গ উঠে, নীলিমার বক্ষ ফুটে,
আতঙ্কে আগ্রহে গ্রহ দূরে স'রে যায় !
দেখি ঊর্দ্ধ করতল, ভেঙেছে বিহগবল,
আশ্রয় পাইয়ে মেঘ আলিঙ্গি ঘুমায়।

যেন রবি খুঁজে ধায়, ও রাজমুকুট হায়,
মধ্যমণি-রূপে তায় শোভিতে উজ্জ্বল ;
বিভুল পাগল পারা, অন্বেষণে পথহারা,
নির্ণয় করিতে নারে—বাসনা বিফল !

শোভিতে বুকের 'পরে, শশী সদা সাধ করে,
তারকা সাজাতে চায় কর্ণের কুণ্ডল ;
শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গোপরে, বন হ'তে বনান্তরে,
হয় সদা লক্ষ্যভ্রষ্ট ঘুরিয়ে কেবল !

তোমার বিপুল শোভা, জগতের মনোলোভা,
কত নব নব স্মৃতি ফুটাইয়ে জাগে।
কবি হয় ভাবভোলা, হিয়া করে হেলা দোলা,
মুগ্ধমুখে হেরি তোমা নয়নেরি আগে !

অনন্ত সৌন্দর্য্য সনে, রঙ্গে শক্তি রত রণে,
মর প্রকৃতিরে দিয়ে অমর জীবন !
তাই শোভা পুঞ্জে পুঞ্জে, তোমার ও কেলিকুঞ্জে,
প্রসাদ লভিতে দেব করেছে শোভন !

আগন্তুক তব দ্বারে, বন্দি রাগে হিয়াগারে,
পশে কি মানবভাষা ও কর্ণকুহরে ;
স্নেহ, প্রেম, সুধা, প্রীতি, এ ভাঙা জীবন-গীতি
বহায় কি ভাব কোন বিশাল অন্তরে !

প্রকৃতি কি কাঁদে দুঃখে, এলোচুলে অধোমুখে,
বিরাটপুরুষবক্ষে জাগাতে চেতনা ;
যুগান্তসাধনা ফলে, গূঢ় রহস্যের বলে,
বিকাশে কি অভিনব ধ্যানের ধারণা !

দুরন্ত প্রাবৃট্ শেষে, শরতের পরবেশে,
ফুলমালে করে বালা কবরীবন্ধন !
বিজড়িত অঙ্গে সাটী, নানা রঙে পরিপাটী,
তুমি দাও বেড়ী তায় ধূম আবরণ।

নির্ঝর কোমলকায়, ঢালিয়ে তুষার তায়,
নবনীত তনু কর বিষম কঠোর ;
কভু লীলা মনোহর, কভু ক্রীড়া ভয়ঙ্কর,
কভু রুদ্র কভু ভাবে গলিয়ে বিভোর !

বিহগ কাতরে শ্বাসে, হারায়ে মধুরভাষে,
পক্ষপুট বিস্তারিয়া উড়ে না আকাশে ;
এত শোভা থরেথর, কহ তবে গিরিবর,
কেন হয় অর্দ্ধস্ফুট মুদিত হতাশে !

বুঝেছি—বুঝেছি আমি, অনন্তভূধরস্বামী,
মূঢ় মনে সদা মোর কামনা তরল।
অটল বিশাল স্থির, তব জ্ঞান সুগভীর,
অখণ্ড নিয়তি সম প্রচণ্ড প্রবল।

তব লীলা অনুপম, চঞ্চলা তটিনী-সম,
নহে প্রাণহীন কভু—পীড়নে অধীর ;
গুরু গরিমার বলে, তোমার হৃদয়তলে,
অসীম অগাধ প্রেম মহাসিন্ধুনীর !

গুরুত্ব গাম্ভীর্য্য সহ, তব স্নেহ অহরহ,
বিতরে জীবনীশক্তি আশ্রিতে তোমার ;
কভু যে আদর দিয়া, দাও সবে বাড়াইয়া
অধিক উচ্ছ্বাসে ক্ষান্ত কর হে আবার।

নহে ভয়ঙ্কর স্থল, তোমার হৃদয়তল
মূঢ় আমি নারিনু যে বুঝিতে প্রথমে ;
বহু—বহু পরিমাণ, ধারণা, সাধনা, জ্ঞান,
লইয়া পশিতে হয় তোমার আশ্রমে।

দেখিতে সৌন্দর্য্য-খনি, দুর্ল্লভ পরশমণি,
স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বদর্শী দৃষ্টি প্রয়োজন,
আয়াসে আয়ত্ত যাহা, অনায়াসে কোথা তাহা—
অজ্ঞান-কল্পনা শুধু নিরাশ-স্বপন।

নহে প্রকৃতির ভুল, জড়-চেতনার মূল
তুমি হে আদর্শ সেই পুরুষ সুন্দর।
বীর্য্য-সম বীর্য্যাধার, তুমি ধর অনিবার,
তাই সে প্রকৃতি তোমা সাধে নিরন্তর।

দারুণ ভূকম্প ঝড়ে, সমুদ্র উথলে পড়ে,
চরাচর থরথর উঠে যে কাঁপিয়া ;
অশনি নিপাতে ঘন, আকুলিত ধরাবন,
ভ্রূকুটিতে প্রতিধ্বনি কর হুঙ্কারিয়া।

অসীম তোমার তত্ত্ব, কি উন্নত ও মহত্ত্ব ;
প্রকৃতিপুরুষ তুমি কর অভিনয় ;
দেবদেহ ধরাধামে, তব হিমাচল নামে ;
বিহরে তোমার চিতে কি শক্তি চিন্ময়।

নয়নে ঘুমের ঘোর, কোন্ স্বপ্নে হ'য়ে ভোর,
নিরখি লুটাই ভূমে অবশ হইয়া ;
অবসাদে টলমল, করে তনু অবিরল,
মর্ম্ম ছিঁড়ে বাসনা যে উঠে গুমরিয়া।

সুশীতল নিরমল, প্রাণ জুড়াবার স্থল,
একমাত্র তব পাশে হেরি এ নয়নে ;
এ মত্ত মাতঙ্গ মন, দুরাশায় নিমগন
ধায় কোন্ পথে বল প্রচণ্ড গমনে।

আশায় নিরাশ হ'য়ে, প্রাণে কি পিপাসা ল'য়ে
হৃদয়ে কাতরা ধনী গৃহে ফিরে যায় ;
আমার' কি মহাযশা, পরিণামে সেই দশা
এ ঘোর সঙ্কটে আসি বল কে বাঁচায় ?

চিরতরে অবগাহি, আমি যে ডুবিতে চাহি,
জীবতাপহারী তব জ্ঞানসিন্ধুজলে ;
হৃদিপিণ্ড উপাড়িয়ে, তাই সব বিসর্জ্জিয়ে
গৃহছাড়ি ভিক্ষু হ'য়ে আসিয়াছি চ'লে।

কহ কোন্ অভিলাষে, আবার ফিরিব বাসে,
উজানে বহিছে সেথা দুঃখের লহরী ;
করি নৈশ-নিদ্রাহত, ভীষণ দংশনে শত,
রক্ত শুষি করে পান স্মৃতিনিশাচরী।

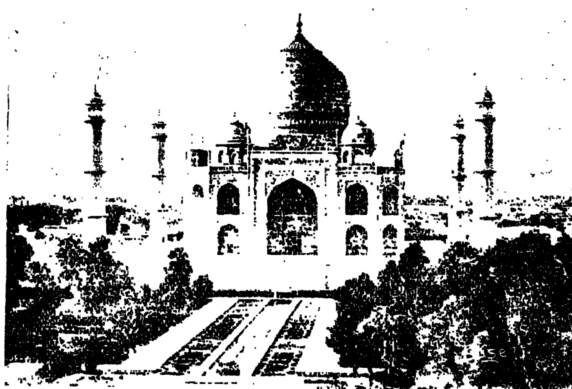
আহা কি মহান্ সাজ ধর তুমি বিশ্বরাজ,
ভুলাইয়ে মোহমন্ত্রে জুড়ালে আমায় ;
লহ আপনার করি, সুগভীর জ্ঞানে ভ'রি,
হৃদে দুর্ব্বলতা ধ'রি ঘৃণিত লজ্জায়।

হে সৌম্য—হে সুদর্শন ! হে ভূস্বর্গ-নিকেতন !
দেহ গো বিদায়—দেখা হবে কি আবার !
কোথা সে ত্রিলোক রাজে, বিশ্বকাব্য-বীণা বাজে,
নিসর্গমানসসরঃ রুচি দেবতার।

কি আশা আসিল ঘেরি, শৈত্যে স্বর্গপথ হেরি,
চলে দ্রুত তরী যেন প্রখর পবনে ;
ধাই যত দূর—দূর, প্রাণ তত তৃষাতুর,
প'ড়েছে কি মুগ্ধ মৃগ উরগ নয়নে !

ইতি তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ



আগ্রায়।

স্বর্গের স্বপন-সম, এ কি এ নয়নে মম,
একি অলকার দৃশ্য কূলে যমুনার !
দীপ্ত প্রভাতের রবি, সুধবল সৌধছবি,
জাগাইছে মর্ত্ত্যে কার স্মৃতি মহিমার !

সমাধি-শ্মশান মাঝে, ত্রিদিবসৌন্দর্য্য-সাজে,
ধরণীর বুকে এক মহাতীর্থ-সম।
দেখি শোভা থরেথর মুগ্ধ বিশ্ব চরাচর,
যেন কল্পনার এক রাজ্য নিরুপম !

ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ-নীলা, কি শুভ্র মর্ম্মরলীলা,
রতনে খচিত কিবা শিল্প বিমোহন!
কি রম্য তোরণ-দ্বার, নিত্য নব সুষমার,,
প্রতিভার পুষ্পবৃষ্টি—অপূর্ব্ব সৃজন!

জগতে নন্দনবন, কি উদ্যান সুশোভন,
সজ্জিত বিবিধ তরু লতা ফলফুলে!
প্রফুল্লচন্দনবাস, করবীকেতকীহাস,
সুমন্দ সমীরে প্রাণ চিরতরে ভুলে।

শত প্রস্রবণমেলা, করে ইন্দ্রধনু খেলা
তপন ছড়ায়ে দেয় কররেখা তার;
পিক কুহুরণ ফুটে, গগন চমকি উঠে,
মলয় বহিছে সুধু বসন্তসম্ভার!

চরণ চুমিয়া ধায়, সুরঙ্গে তরঙ্গকায়,
কালিন্দীকল্লোল আহা কি মৃদু মধুর!
দিবসে নিশীথে সাঁঝে, পশিয়ে প্রাণের মাঝে,
সুধার হিল্লোলে হিয়া করে ভরপূর!

ছাড়ি দূর হিমগিরি, আসিনু এ দেশে ফিরি
হেরিতে প্রেমের চিত্র অপূর্ব্ব মহান্!
আঁধার শ্মশানবাসে, ত্রিলোক উজলি হাসে
যুগ যুগান্তর ধ'রি স্মৃতি দীপ্তিমান!

গভীর হৃদয় যার, আছে মহাশক্তি তার,
সেই মহা-মৃত্যুঞ্জয় এ মর-জীবনে।
শক্তির বিকাশে তার, অমরত্ব অনিবার,
সেই সে ধীমান ভবে জীবনে মরণে!

আঁধার বিস্মৃতি যথা, সে শক্তি উজ্জ্বল তথা,
মৃত্যু কোথা—চিরদিন জাগ্রত মরণে!
কালমৃত্যু নীলিমায়, নব উষাজ্যোতিঃ হায়,
প্রেমিক অমর চির অনন্তশয়নে।

চির আকাঙ্ক্ষার লাগি, থাকে চির-স্বপ্নে জাগি,
সতত মানসে হেরে ধ্যানে সে মূরতি;
উল্লাসে বিভোর প্রাণ, উন্মীলিয়া দুনয়ান,
উদার হৃদয় করে অনন্ত আরতি।

করাল সমাধিবুকে, নিষ্ঠুর মৃত্যুর মুখে,
স্মৃতিহীন চিহ্নহীন স্তব্ধ শূন্যতায়;
কে জাগে অলক্ষ্যে থাকি, কার সে সতৃষ্ণ আঁখি,
হইয়ে পলক-হারা মুখ পানে চায়।

প্রেমের সাধনা বলে, এ বিশ্বে সকলি ফলে
প্রেমের শকতি হের ঐশ্বর্য্য মহান্!
কি স্মৃতি রেখেছে তুলে যমুনার উপকূলে,
এ মর্ত্ত্যে অমরাবতী প্রত্যক্ষ প্রমাণ!

উন্মত্ত অধীর প্রাণ, মান কীর্ত্তি অবসান,
শ্রান্ত সুখ-লালসায় জীবনসন্ধ্যায়।
তবু চেয়ে অনিমিখে, একান্তে ধরার দিকে,
রাখিতে প্রেমের স্মৃতি সতত ধেয়ায়!

সেই ধ্যানে, সে ধারণে, বিশুষ্ক হৃদয়বনে,
ফুটে উঠে পারিজাত ত্রিদিবের ফুল!
ধরার মৃত্তিকা'পরে, সৌন্দর্য্য সৃজন তরে,
সে প্রেমসাধনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অতুল।

প্রণয়ে অমর হব, চিরদিন বেঁচে রব,
ফুটে রবে রূপজ্যোতিঃ শোভার যৌবন;
বাহিতে জীবনপথ, চিরপূর্ণ মনোরথ,
অনন্ত সে অনুরাগ চির-আরাধন!

সে কামনা পূর্ণ হ'লে বিশাল অবনীতলে
নাহি রহে আকাঙ্ক্ষার দুর্দ্দম যাতনা;
কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তি, প্রভাহীন রাগদীপ্তি
নহে কভু প্রেম-আশী জীবের বাসনা!

প্রেমিক গভীরতম, শূন্য আকাশের সম,
নাহি চাহে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাণ!
তৃপ্তি—জড়পিণ্ড প্রায়, সুপ্ত, মগ্ন, লীনতায়
দুর্ব্বহ সে জীবনের সমাধি-শয়ান!

বাসনা প্রবলনদী, বহিবে যে নিরবধি,
ফুটিবে সৌরভ-ভরা তটে ভাবফুল ;
চক্ষে কামনার তারা, টল টল মাতুয়ারা,
রজত-কিরণে আশা-রজনী আকুল !

কত স্মৃতি জেগে ওঠে, চিত্ত কি আবেগে লোটে,
স্মৃতির উপরে স্মৃতি তবু না ফুরায় !
দূর অতীতের কথা, শতসুখ, শতব্যথা,
উচ্ছ্বাস-হিল্লোলে যেন উজান বহায় !

হিয়া করে দুরু দুরু, বর্ষা মেঘ গুরু গুরু,
সুপ্ত বননীড় সম নীরব আবাসে ;
ফুলের সৌরভ ভারে, কুটীরগবাক্ষদ্বারে,
উন্মুক্ত অলকারাজী উড়িছে বাতাসে !

স্তব্ধ হেমন্তের দিন, তীব্র রৌদ্র তেজোহীন,
আলসে কপোত দূর কাননে কুহরে ;
ঢুলু ঢুলু দ্বিপ্রহর, মেঘে স্নিগ্ধ নীলাম্বর,
বিজনে বসিয়ে চিত্র আঁকে কার তরে !

উজ্জ্বল মাধবী রাতে, কৌমুদীতরঙ্গপাতে,
সিত সমুজ্জ্বল ছবি বকুলবাসরে,
উষার কনকরেখা, মুছে কি চুম্বন-লেখা,
রক্তিম অরুণ-রাগ মাখায়ে অধরে !

সুখে দুঃখে ভাবরাশি, উঠে কিবা পরকাশি,
যেন ইন্দ্রধনুলীলা বরষার কালে,
দূর—দূর—অতিদূর, স্বপ্নময় গীত-সুর,
জাগ্রত ঝিঁঝিট যেন চিরমধু ঢালে !

সেই পূর্ণ-স্মৃতিভরা, মধুরে মধুরতরা,
সদ্যমুকুলিত পুষ্প মানসমাঝারে,
কি মাধুর্য্যে মনোমদ, সৌন্দর্য্যের কোকনদ,
প্রেমের জ্বলন্ত স্মৃতি যমুনাকিনারে !

বুঝিতে হয় নি ভুল, প্রেমে হৃদি চিরাকুল,
স্থির চিত্ত জেগেছিল চাহি লক্ষ্য-পানে ;
নিরখি সে ধ্রুবতারা, হয় নাই পথ-হারা,
মনোমৃগ ছুটে ছিল অব্যর্থ সন্ধানে।

হ'ল সিদ্ধ মনস্কাম, সৃজি এ আনন্দধাম,
প্রেমের সাধনা পূর্ণ সৌন্দর্য্যবিকাশে ;
হেরি এ সৌন্দর্য্যরাশি, স্তম্ভিত জগতবাসী,
আসি আগন্তুক কেহ না ফেরে নিরাশে !

তাই সুরতীর্থসম, ভূ-ভারতে নিরুপম,
শোভার নন্দনবন—আগরা-নগরী ;
নয়ন জুড়াতে হায়, তাই পঙ্গপাল-প্রায়,
আসে হেথা লক্ষ পান্থ দিবাবিভাবরী !

বিমল প্রদোষকালে, নেহার' তাজের ভালে,
শোভিত ধবলকান্তি কি নীল-আভায় ;
ফুটিলে কনক রবি, কি বর-বরণ ছবি,
খেলে কিবা স্নিগ্ধভাতি গোলাপী ছটায় !

কভু কান্তি সমুজ্জ্বল, পীতবর্ণ ঝলমল,
ঝলসে সুবর্ণ-সম মধ্যাহ্নমিহিরে !
যবে কৃষ্ণমেঘে ছায়, কব কি সৌন্দর্য্য তায়,
শুভ্রকান্তি পরিণত নীলাভায় ধীরে !

ক্রমে যত বাড়ে বেলা, বিচিত্র বর্ণের খেলা,
ফেরে শতরঙে চিত্র চারুনাট্যশালে ;
হৃদয় জড়ের পারা, স্তব্ধ, মৌন, দিশাহারা,
আঁখি-তারা অনিমিখ—মুগ্ধ ইন্দ্রজালে !

যবে পৌর্ণমাসী নিশি, জ্যোৎস্নাপ্লুত দশদিশি,
মর্ত্ত্যে কোন্ ত্রিদিবের দ্যুতিঃ দলমল !
বিশ্বের সুষমা হরি', মুগ্ধা মধু বিভাবরী,
রচিয়াছে সৌন্দর্য্যের চিরলীলাস্থল !

নানারত্নে পরিপাটি, রজতমণ্ডিত সাটী,
স্ফীত বর-অঙ্গখানি রেখেছে ঘেরিয়া ;
ব্রহ্মাণ্ডের রূপজ্যোতিঃ, শোভাকুঞ্জে মূর্ত্তিমতী,
নেহারে জগতবাসী বিস্ময়ে মজিয়া !

ও কি ধ্বনি মনোহরা! বাজে বীণা সপ্তস্বরা,
এ হেন মধুরধ্বনি আছে কি জগতে?
নহে গীতি কল্পনার, ঢালে ত্রিদেবের ধার,
কি মূর্ত্ত রাগিণীরাগ সজীব মরতে!

রেখো এ মাধুর্য্য কম, ভুলায়ে পরাণ মম,
সৌন্দর্য্য প্রবাহ ঢালি চির এ নয়নে;
রহিব সাধক হ'য়ে, মানব জনম ল'য়ে,
হে সৌন্দর্য্য! তোমার এ রম্য উপবনে।

নিরখি আকুল প্রাণ, দেবতাবাঞ্ছিতস্থান,
স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, স্তব্ধ, শ্যাম কালিন্দীর কূলে;
নির্ম্মম হৃদয়হীন, জ্ঞানশূন্য চিরদিন,
আসিলে হেথায় মুগ্ধ হয় ভাবে ভুলে!

হে ঐশ্বর্য্যময়ী তব! কি অপূর্ব্ব শোভা নব,
ঝলে চারু বর-অঙ্গ শুভ্র মুক্তাহারে;
মসীদ মিনার কত, হর্ম্ম্যচূড়া শত শত,
পল্লবিত তরুচ্ছায়া বর্ত্মের দু'ধারে!

সমুদ্রতরঙ্গপ্রায়, কি জন-কল্লোল হায়
কি অগণ্য পণ্যবীথি নেত্রবিমোহন!
মর্ম্মরে বিন্যস্ত কিবা, ফলপুষ্পপত্রশোভা,
অপূর্ব্ব শিল্পের কীর্ত্তি বিদিত ভুবন!

চারু-চিত্রপট-সম, কিবা দুর্গ অনুপম,
সমুচ্চ কিরীটচূড়া পরশে গগন !
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হই, জগতে তুলনা কই,
অভ্রভেদী সিংহদ্বার কি দিল্লী-তোরণ !

মতি-মস্‌জীদের গলে, লোলমুক্তা জ্যোতিঃ ঝলে,
নাগিনা মসজিদ-চূড়ে সোণার মাধুরী ;
অমল অঙ্গুরী-বাগে, ত্রিদিবমন্দার জাগে,
খাস-মহলের মাঝে বৈজয়ন্তীপুরী।

দর্পণে দর্পণে আঁকা, শত ইন্দ্রধনু বাঁকা,
শিশ্‌-মহলের দৃশ্য মরি কি সুন্দর !
প্রাচীরের প্রতি ভাগে, খচিত কি শিল্পরাগে,
সম্মন-বুরুজ-কক্ষ চির-মনোহর !

প্রতি হর্ম্ম্যে স্বর্গছবি, বিচিত্রভাস্কর-কবি,
অঙ্কিত করিল কোন্‌ তুলিকা ধরিয়া ;
কি স্বপ্ন মদিরময়, শোভার তুফান বয়,
দিব্যালোকে মূর্ত্তিমতী সজীব হইয়া।

এখন বিদায় হই, হে নিত্যসৌন্দর্য্যময়ী,
রবে ও সৌন্দর্য্য গাঁথা জীবনে মরণে ;
ও রূপ বিদ্যুৎ-হার, মম চক্ষে অনিবার,
জ্বলিবে গো চিরদিন উজ্জ্বল বরণে !

প্রেমের আদর্শ তব, থাক্ হৃদে হ'য়ে নব,
হৃদয়ে ধরুক সর্ব্বজীব মহীতলে !
মহাসিদ্ধি সাধনার, যুগব্যাপী আকাঙ্ক্ষার,
আশার ফুটন্ত ফুল এ বিশ্বমণ্ডলে।

ইতি চতুর্থ সর্গ।



পঞ্চম সর্গ

—০*০—



তীর্থের পথে।

হে তীর্থ! হে রম্যভূমি! কি স্বপ্ন মাধুর্য্যে তুমি,
ভাসিছ নয়নে মোর এ দূর গহনে;
বিশ্বের সৌন্দর্য্যরাশি, হেথায় যেতেছে ভাসি,
মধুর উজ্জ্বলরূপে তরুণ যৌবনে!

কনক ধবল চূড়ে, উষার অঞ্চল উড়ে,
মদির প্রকৃতিমুখ রক্তরাগময়!
এ ঘোর নির্জ্জন বনে, কুসুম সৌরভ সনে,
সুবাসিত সমীরের প্রমত্ত হৃদয়!

ঊর্দ্ধে—শৈলশৃঙ্গকোলে, কি শুভ্র সুষমা দোলে,
নিরখি বিভোর আঁখি পলকবিহীন !
রজতবরণ বাসে,, বিদগ্ধ পরাণ হাসে,
বিস্মৃতি ভুলায় গত দুঃখ-ভরা দিন।

আদরে প্রকৃতি রাণী, শোভার নিকুঞ্জখানি,
কোমল চম্পক করে র'চেছে হেথায়,
এ বিরলে বনবালা, চৌদিক করিয়ে আলা,
ললিত লাবণ্য মাখি চলে কি লীলায় !

শান্ত স্নিগ্ধ নীড়-বাসে, চক্ষে চারু-চিত্র-হাসে,
এ পুণ্য আশ্রম তব মরি কি মধুর।
নিত্য হেথা সুখ-আশে, হৃদয়ের মহোল্লাসে,
সুধাগন্ধে অন্ধমনঃ-অলি ভরপূর।

দেখাও প্রেমের ছবি, হে বিশ্বের মহাকবি,
অমোঘ সাধনফলে প্রেমের ঈশ্বর !
যে প্রেম কণিকা পেয়ে, রশ্মির রেখাটি ছেয়ে,
এই মর্ত্ত্যভূমি তব এতই সুন্দর !

দেখি ও দেবতা-মুখ, কি হর্ষে পূর্ণিত বুক,
হৃদয়ের অনুরাগ কি রাগে রঞ্জিত—
নয়নে কি নবদৃষ্টি, স্নেহের কি পুষ্পবৃষ্টি,
অধরে কি মধুভাষ কারুণ্যে প্লাবিত !

কার ধ্যানে একমনে, সুপ্তনীড় নিরজনে,
বরষ বিস্মৃতিগর্ভে যেতেছে ডুবিয়া !
তবু কোন্ জ্যোতিঃ হায়, শুভ্র শুকতারা প্রায়,
আধ ঢুলু ঢুলু চোখে রেখেছ মাখিয়া !

এ কি দেখা চিরদিন, দেবপ্রাণ নিদ্রাহীন,
কি ভাব-আবেশে মরি দিবস-যামিনী;
বদন নীরব রহে, প্রাণে কি লহরী বহে,
অন্তঃশিলা-ফল্গু-সম অন্তরবাহিনী।

কি প্রেম গভীরতম, শ্মশান ত্রিদিব-সম,
নির্ব্বাণ বাসনা-বহ্নি—মর্ত্ত্যের উচ্ছ্বাস।
তপ্ত কল-কোলাহলে, আকাঙ্ক্ষার লীলাস্থলে,
এ কোন্ মহান্ শান্তি ঘুচায় হতাশ !

বিশ্বপ্রেম দেবধর্ম্মে, আরাধিয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে,
কে চাহে ছুটিতে আর বিলাসবিভ্রমে।
এ প্রেম হৃদয়ে লই সতত মরিয়ে রই,
এ মরণে চির-তৃপ্তি—চেতনা মরমে !

এ চেতনা ধরি বুকে, রব এ ধরায় সুখে,
পোহাব অজ্ঞান-ঘোরা তমসা-রজনী ;
ঘুচিবে ঘুমের ঘোর, ছিঁড়িবে স্বপন-ডোর,
রবে না আঁধারে ভরা অটবী অবনী !

এ লক্ষ্য ধরিব ছুটে, ঢাকি প্রাণ পক্ষপুটে,
সজীব রাখিব প্রেম মূরতি সুন্দর ;
সাধনা-জীবনপথে, পূর্ণিবে এ মনোরথে,
তোমারি পদাঙ্কে রাখি প্রাণের নির্ভর !

সকলি ডুবায়ে দিব, ও আদর্শ বক্ষে নিব,
হৃদয়ে অঙ্কিত করি আলেখ্য মহান্ ;
প্রেমের ভিখারী আমি, প্রেমরাজ্যে তুমি স্বামী,
ও প্রেমসাগরে ডুবি লভিব নির্ব্বাণ !

দেখিয়া ধরার দুঃখ কাতর তোমার মুখ,
তাই মৌন-যোগী দেব এ তীর্থ বিজনে ;
তাই প্রেম শতধারে, প্রবাহিত হৃদাগারে,
সৃজি প্রতি-তীর্থে মঠ ভারত-ভুবনে।

নাহি কোন ভেদাচার, চিরমুক্ত রুদ্ধদ্বার,
সবে সম অধিকার তোমার মন্দিরে ;
কি মহাত্মা ক্ষুদ্রমতি, সবার সমান গতি,
হৃদি-রক্তে অর্ঘ্য ঢালি যে দিবে সুধীরে !

চণ্ডাল বরেণ্য যথা, ক্ষেত্র-সম মুক্তি তথা,
সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জি যথা আত্ম-বলিদান।
কিবা সতী, কি অসতী, কি অগতি মহামতি,
প্রেমের সাধক হ'লে সকলে সমান !

এ রম্য প্রকৃতি-বাসে, সকলি পুলকে ভাসে,
এ অতিথি দগ্ধমতি হে দেব মহান্!
মরুতে ফুটাও ফুল, হোক্ প্রাণ প্রেমাকুল,
শুনাও সে সর্ব্বজয়ী বিশ্ব-প্রেমগান!

দাও প্রেমে নব বল, সাধনার মোক্ষফল,
স্বর্গ মর্ত্ত্য এক হোক্ না রোক্ বিচার;
শ্মশান-সাম্যের প্রায়, চিত্তদাগ মুছে হায়,
দাও দেব তীব্র জ্যোতিঃ উচ্চ প্রতিভার!

তটিনীতরঙ্গ প্রায়, এ নরজীবন যায়,
পরাণে জাগিয়া উঠে অনন্ত উচ্ছ্বাস!
এত যে ধরার স্মৃতি অমিয় জীবন-গীতি,
মরণের মহাস্বপ্নে হয় কি বিকাশ?

এক প্রশ্ন নিরন্তর, সংশয় কি ঘোরতর,
সন্দেহে বিশ্বাসে স্বধু বেধে ওঠে রণ!
স্মৃতি-বিস্মৃতির মাঝে, রহি জগতের কাজে,
হরষে হতাশে মজি করি আলাপন!

মর্ত্ত্য-মৃত্তিকার 'পরে কেন জন্ম রাগভরে,
ডুবাইয়ে পূর্ব্বস্মৃতি বিস্মৃতির জলে;
আশায় জীবন ধরি, পলকে পলকে মরি,
না জানি এ বিবর্ত্তনে কোন্ স্বধাফলে!

জড়েতে জীবনী দিয়ে, অণু পরমাণু নিয়ে,
নশ্বরতা ভুলে ধরি অমর সত্ত্বায় ;
এ দেহ রবে না ভবে, সকলি বিলীন যবে,
স্মৃতি কি বিম্বিত রবে জাগ্রত আত্মায় ?

শ্যামালতা ফুল-ফলে, চিত্রিত কি নদী জলে,
বহিছে রজতধারা নির্ম্মল দর্পণে !
চাহিয়ে তরঙ্গ পানে, শুনিয়ে কল্লোল গানে
হয়ে যাই দিশাহারা সৌন্দর্য্য-প্লাবনে !

বহিতেছ নিরবধি, হে কলনাদিনী নদি !
দক্ষিণের এ উর্ব্বর উজ্জ্বল প্রান্তরে !
প্রত্যেক হিল্লোলে তব, মৃত-সঞ্জীবনী নব,
চেতাও এ মৃতকল্পে নবরাগভরে !

অতীতের মহাস্মৃতি, জীবনের মহাগীতি,
কি অমর-কণ্ঠ লয়ে তুলিছ সে তান ;
ভাবুক ভাবিয়ে সারা, কবি-চিত্ত আত্মহারা,
শুনি এ বিশ্বের মাঝে সঙ্গীত মহান্ !

রবে কি বিমুখ আর, নামাতে হৃদয়-ভার,
অমল শ্যামল স্নিগ্ধ চারু উপকূলে !
সে অপূর্ব্ব কাব্যকথা, জুড়াতে প্রাণের ব্যথা,
তট-তরু স্মৃতি-ফুলে রেখেছে কি তুলে !

ঢালিছ কি প্রবাহিণী, সুধার এ তরঙ্গিণী
তাপিত মর্ত্ত্যের বুক করিতে শীতল ?
তোমার নির্ম্মল জলে, অবগাহি কুতূহলে,
লভে কি কঙ্কাল-দেহ সুকান্তি উজ্জ্বল ?

ঢাল কি তৃষিত প্রাণে, করুণ কোমল গানে,
ত্রিদিবঝঙ্কার ল'য়ে সান্ত্বনা মোহিনী, ;
কি মৃদু কল্লোল-কলে তীরবন ফুলফলে
সরসি' বিকশি উঠে হাসায়ে মেদিনী !

আহা কি হৃদয়-হারী, তরঙ্গিত নববারি,
কূলে কূলে স্ফীতবক্ষে মৃদুল উচ্ছ্বল ;
মধুর মাধুরীময়, উচ্ছ্বাসে তুফান বয়,
পবনে অঞ্চল উড়ে, কুন্তল চঞ্চল !

কভু বা মন্থরগতি, সরমে কম্পিত অতি,
কি চিন্তায় মৌনমুখি অমৃতভাষিণি !
নামে কি বিষাদ-নিশি, আবরিয়ে দশদিশি
ঘেরি চিরবিরহের তমসা-যামিনী !

ও ফুল্ল অধরে হাসি, যায় যে আঁধারে ভাসি,
বিশুষ্ক গোলাপ যেন প্রখর কিরণে ;
কেন তব রূপরাণি, শুকায় হৃদয়-খানি
প্রকৃতির দাবদগ্ধ নিদাঘ-দহনে !

চামুণ্ডা প্রকৃতি-করে, রূপ কি মরণে ডরে,
পোড়ে কি সৌন্দর্য্য কভু মাৎসর্য্য চিতায় ?
কালের ঝটিকা আসি, এ বিশ্বের রূপরাশি,
নিবিড় বিস্মৃতি-বুকে কভু কি নিবায় ?

জ্ঞানচক্ষে শোভা যবে, ফুটিয়া উঠিবে ভবে,
অনন্ত কালেও কভু হবে না নির্ব্বাণ ;
প্রকৃত সৌন্দর্য্যছবি, উষার ললাটে রবি,
কুসুম সুবাস কভু হরে কি শ্মশান ?

চাহি সে হৃদয়াগার, বজ্রসম ধৈর্য্যভার,
চাহি এ কোমল বুকে বর্ম্ম দৃপ্তোজ্জ্বল !
অধরে করুণ ভায, অমৃত পূরিত হাস,
বক্ষে পুষি মহাজ্বালা—তীব্র হলাহল !

এ হৃদে তুলিয়ে নিব, সর্ব্বস্ব লুটায়ে দিব,
দুর্ভেদ্য পাষাণে হবে জীবনী সঞ্চার ;
শবের মুদিত আঁখি, চাহিতে রবে না বাকি,
থাকিলে করাল তৃষা চির-আকাঙ্ক্ষার !

হৃদয়ে পূর্ণিত ব্যথা, এত যে আশার কথা,
দেবতা ! আমার কেন পরাণে জাগাও ;
তব শততীর্থধামে, বিধাতার পুণ্যনামে
কে ছুটে বাঁধিতে আসে হৃদয় উধাও !

পাতিয়া দিয়াছি বুক, সহিতে নির্ম্মম দুঃখ,
চলেছি কণ্টকাকীর্ণ পথে কামনার ;
মহাঝঞ্ঝা শিরে ধরি, দুরারোহ শৃঙ্গোপরি
উঠিতে বিকল প্রাণ ছুটে অনিবার !

অনাদি ঈশ্বর তুমি, তোমারি এ বিশ্বভূমি,
তোমারি অনন্ত লীলা অনন্ত সৃজন ;
প্রকৃত বাস্তব যাহা, বিফলে কি যায় তাহা,
কঠোর কর্ম্মের চক্ষে শোভে কি স্বপন ?

তৃষার নাহিক শেষ, কোথা তৃষা-অবশেষ,
দেখিব তোমার সেই শোভনা-নগরী !
বারাণসী শোভাধার, বিশ্বব্যাপী কীর্ত্তি যার,
সৌরভে সমগ্র ধরা রহিয়াছে ভরি !

সে মহাশ্মশানবাসে, আনন্দকানন হাসে,
রত্নকিরীটিনী সৌধ-মন্দিরমালায় ;
পূর্ণিমা আকাশে বসি, ষোড়শী রূপসী শশী,
স্বর্ণকান্তি ঢলঢল কি পুণ্য প্রভায় !

যাই তবে বিশ্বাত্মন্, রহ যোগে নিমগন,
ধেয়ানে তোমার দেব সকলি লক্ষিত ;
পলকে দুঃখের ত্রাস, পলকে হর্ষের হাস,
কটাক্ষে সৃজিত সৃষ্টি—কটাক্ষে চূর্ণিত !

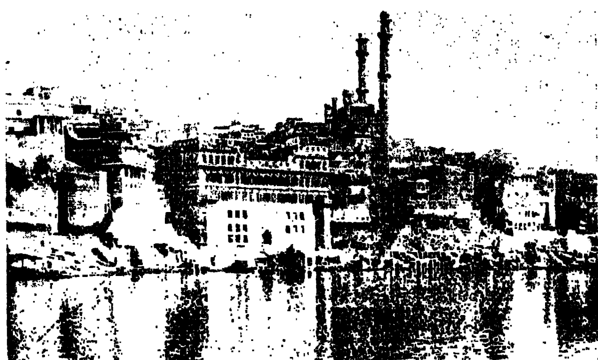
ও কি রে বিচিত্র ঘটা! ঊর্দ্ধে লোটে হরজটা,
নিবিড় গম্ভীর ছটা ভীষণ দর্শন;
ধ্বক্ ধ্বক্ অগ্নি জ্বলে, শত চন্দ্র করোজ্জ্বলে,
ভবের বিলাস মরি বিচিত্র শোভন!

দেখিনু বিস্ময়ে ফিরি, ধূম্রচূড় ব্রহ্মগিরি
লটপট উর্ম্মিজাল চুম্বে নীলিমায়;
পাষাণ মূরতি ধরি, চির-বাহ্যজ্ঞান হরি,
ভুলি মর্ত্ত্য-জন্ম-দুঃখ গৌতম ধেয়ায়!

হেরে পুনঃ মুগ্ধ মন, নিদাঘের নবঘন,
ঝরে পূত গোদাবরী ধারা নিরমল;
পূজিতে পরমপদ, চিররুচি কোকনদ,
রেখ ধ্যানে ধারণায় অন্তিম সম্বল!

ইতি পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।



কাশীধামে।

ও কি মর্ত্ত্য সুশোভিনী, হেমাম্বুদকিরীটিনী,
রক্তিম অশোক-রাগ বাসন্তী উষায় ;
নিম্নে শ্যাম ধরাতল, ঊর্দ্ধে রশ্মি-শতদল,
বিকসিত কি উজ্জ্বল হিরণ্যপ্রভায় !

বিশ্বাকাশে বারাণসী, পূর্ণিমার হেমশশী,
ভূলোকে দ্যুঃলোকে তার তুলনা কোথায় ;
কি জ্ঞানে সাধনবলে, অদ্বিতীয় ভূমণ্ডলে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য চরাচর চরণে লোটায় !

জাগে কি চেতনা চিতে, বিশ্বব্যথা নিবারিতে,
শান্তির সাম্রাজ্য মর্ত্ত্যে অপূর্ব্ব সুন্দর;
সাধনার পূর্ণ সৃষ্টি, শোভার সুবর্ণ-বৃষ্টি,
ধূসর ধূর্জ্জটি-ভালে অর্দ্ধ শশধর!

এ সংসার মহামরু, শান্তি-কাম-কল্পতরু,
ধরেছে বুকের'পরে কি স্নিগ্ধ ছায়ায়;
ভবদুঃখে ভাঙ্গাবুক, লভে কি সান্ত্বনা সুখ,
এ তীর্থনিবাসে আসি জীবনসন্ধ্যায়!

আহা কিবা মনোহারী, হেমহর্ম্ম্য সারি সারি,
দীপ্তমণি-সমুজ্জ্বল-ভাগিরথী-তীরে;
কি সুচারু ঘাটশ্রেণী, যেন কুসুমিত বেণী,
প্রফুল্ল বসন্তাগমে কাননের শিরে!

মন্দিরে মন্দিরে কত, শিবলিঙ্গ শত শত,
দেবতা তেত্রিশ কোটী আনন্দে নিবসে;
সর্ব্বতীর্থ একস্থলে, মহারুদ্র-তপোবলে,
কি পুণ্য প্রতিভা-রশ্মি ব্রহ্মাণ্ড পরশে!

মহাকীর্ত্তি যথা তথা, তট-সৌন্দর্য্যের কথা,
ললিত গাথার সহ বিদিত ভুবনে;
দু'ধারে বরুণা অসি, মধ্যে শোভে বারাণসী,
কটিতে হিল্লোল-মালা মেখলা-শোভনে!

অদূরে কানন-বেণী, মেঘসম বিন্ধ্যশ্রেণী,
অঙ্কিত গগনপটে সুনীল আভায় ;
অঙ্কেতে নিকুঞ্জবন, চিরশান্তিনিকেতন,
কি তাপহারিণী ছায়া—ত্রিতাপ জুড়ায় !

কল্পনার পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, অপূর্ব্ব গঙ্গার মূর্ত্তি,
মরি কি মধুর মর্ত্ত্যে মকরবাহিনী ;
মহাশিল্পী কোন্ জাতি ?—কি করুণ আঁখি ভাতি,
জুড়ায় জীবন-তাপ দিবস-যামিনী !

কত রাজরাজেশ্বর, রচিয়াছে মনোহর,
মন্দিরপ্রাসাদমালা বিচিত্র গঠনে ;
শুদ্ধকর্ম্ম-ফল-হেতু, মরজন্মজয়কেতু,
কি বরবরণে উড়ে কীর্ত্তির গগনে !

রামনগরের কিবা, সুন্দর মন্দির বিভা,
আহা কি হৃদয়হারী শিল্প সুশোভন ;
মণ্ডি সর্ব্ব অবয়ব, মাধুর্য্যে খোদিত সব,
ভারতের পুরাণের কীর্ত্তি অগণন।

ঊর্দ্ধে মহাব্যোমপথ, ভাস্করের চক্ররথ,
সপ্ত-অশ্ব-রজ্জু ধরি অরুণ চালায় ;
রাবণের লক্ষ ব্যথা, রাঘবের স্মৃতি-কথা,
উৎকীর্ণ মন্দিরগাত্রে কি শিল্পশোভায়।

স্বর্ণ মন্দির মাঝে, বিশ্বে বিশ্বনাথ রাজে,
কাশীর কনক-কণ্ঠে দিব্যরত্নহার !
যাঁর পদ বুকে ধরি, মর্ত্ত্যলোক স্বর্গোপরি,
বিশ্বে এ কি অভিনব দৃশ্য অমরার !

হেথায় ত্রিতাপহারী, বরষে শান্তির বারি,
তাপীর মরুভূ-বক্ষে অমৃত-আসার ;
নিদাঘের রৌদ্রবুকে, যেমতি পরশে সুখে,
তুষার-শীতল-ধারা নব-বরষার !

এ তীর্থে বিয়োগ-জ্বালা, বিশ্বের করুণা ঢালা,
কে আসি মুছায় তপ্ত নয়নের নীর ;
মহাশোক ঝঞ্ঝাঘায়, নিমেষে নিবারি হায়,
অলক্ষ্যে থাকিয়ে করে হৃদয় সুস্থির !

চিত্তের কলুষগত, কাম, ক্রোধ, হিংসা হত,
বুকভরা দাবাগ্নির কি মহানির্ব্বাণ !
হেথা আত্ম-পরজন, সবি আপনার ধন,
জীবনের ভেদাভেদ সবি অবসান !

জীবের পরমগতি, মহিমার কি শকতি,
ভক্তির জীবন্ত চিত্রে পূর্ণিত জীবন ;
গৃহে গৃহে দ্বারে দ্বারে, উচ্ছ্বসিত শতধারে,
কি অপূর্ব্ব করুণার প্রীতি-প্রস্রবণ ।

অবিরাম কি সাধনা, পূজা, যোগ, আরাধনা,
হোমকুণ্ডে প্রজ্জ্বলিত সদা হোমানল ;
জীব নিত্য বারমাস, করে সুখে কল্পবাস,
বিমল জাহ্নবীজলে জীবন শীতল ।

সংখ্যাতীত দেবমূর্ত্তি, বিশ্ব-বিধাতার স্ফূর্ত্তি
স্নিগ্ধ, শান্ত, সমুজ্জ্বল, ত্রিদিব-মাধুরী ;
মহাজ্ঞান কল্পনার, বিশ্বসংসারের সার,
বিশ্বমাঝে চিরনব বিশ্বরাজপুরী !

সিদ্ধ জীব মনোরথ, উন্মুক্ত মুক্তির পথ,
পুণ্যপদে দেয় পাপ অন্তিম আহুতি ;
চৌষট্টী যোগিনীপাটে, মণিকর্ণিকার ঘাটে,
উঠে ঊর্দ্ধে মহাশক্তি—জীবনের দ্যুতিঃ !

ধন্য বিশ্বে বিশ্বনাথ, করি চির প্রণিপাত,
বিশ্বব্যাপী তব পূজা এ বিশ্বমন্দিরে ;
প্রতিদেহে হৃদিস্থল, তুমি তায় সমুজ্জ্বল,
উষার কনকালোকে সন্ধ্যার তিমিরে ।

ঘুরিলাম দেশে দেশে, পান্থ কাঙালের বেশে,
দেখিতে তোমার মুখে অনিন্দ্য মাধুরী ;
গিয়াছিলে লয়ে যেথা, আমি গিয়াছিনু সেথা,
হাতে ধ'রে ঘুরায়েছ এ অবনীপুরী ।

দেখায়েছ তুমি যাহা, আমি দেখিয়াছি তাহা,
দিব্য-চক্ষে তব দেব দুর্ল্লভ-দর্শন !
যা' কিছু দিয়েছ মোরে, লয়েছি তা' বুকে ধ'রে,
চিরজনমের ঋণ শোধিতে আপন।

দেখিনু ত্রৈলোক্যনাথে, জীর্ণ দেহে হিমবাতে,
হিমচূড়ে তীর্থরাজ ভবতীর্থসার !
মৃত্যুমুখ পরিহরি, দেখিনু নয়ন-ভরি,
কি দুর্গম শৈলারণ্যে নির্জ্জনে কেদার !

দেখি আরো তীর্থ-শতে, হেলি' ঘোর হিমপথে,
ভবেশ-বিলাসকুঞ্জে ফিরেছি আবার !
সুরচিত্তবিমোহিনী দেখি কাশীবিলাসিনী,
অন্তিমে বৈকুণ্ঠপথ মণিকর্ণিকার।

এই বারাণসী ধাম, আনন্দকানন নাম,
পৃথ্বীভালে শশীকলা—ত্রিশূল উপরি,—
মণিমন্দিরের মাঝে, ভুবন-মোহিনী সাজে,
মর্ত্ত্যে ভবরাণী রাজে কাশীপুরেশ্বরী !

আর্ত্ত-বাসে অবতীর্ণা, সে অন্নদা অন্নপূর্ণা,—
হর্ষে অন্ন হেরি মত্ত অন্নের কাঙ্গাল ;
তপ্ত-অশ্রু যায় মুছে, চির-চিত্তব্যথা ঘুচে,
নামে জীবনের ভার থাকে না জঞ্জাল !

কত সাধু শুদ্ধাচারী, দণ্ডী, যোগী, ব্রহ্মচারী,
এই পুণ্যভূমি মাঝে আনন্দে বিহরে।
জীবনের শেষদিন, শান্তি কোলে হ'তে লীন,
নীরবে প্রতীক্ষা সহে সুধীর স্থবিরে!

শান্তিময় এই স্থান, উঠে ঊর্দ্ধে বেদগান,
পুণ্যকণ্ঠ হ'তে সদা উল্লাস ঝঙ্কার;
সকলি হরষে ভাষে, দ্বিধাশূন্য দেববাসে,
শান্তির সরসে সবে দিতেছে সাঁতার!

ওই মন্দিরের কোলে, শঙ্খ ঘণ্টা উতরোলে,
আরতি উৎসবে মত্ত পুরবাসী জন;
ভক্তি প্রেমে কৃতাঞ্জলি, ঢ'লে পড়ে গলাগলি,
নয়নে তরঙ্গ ধার, উন্মাদ নর্ত্তন!

আকাশে উদিছে শশী, জ্যোৎস্না পড়িছে খসি,
রজতঅঞ্চলা ধরা বরাঙ্গ উজ্জ্বল!
আস্তে ব্যস্তে কুলনারী, জ্বালি' দ্বীপ সারি সারি,
বসায় তারকা যেন খচিয়ে ভূতল!

মহিয়সী বর্ষীয়সী, নিরালা নিভৃতে বসি,
যোগীর পরম ধ্যানে এবে নিমগন;
বব বম্ বম্ রবে, উন্মত্ত অধীর সবে,
কি পবিত্র শিবস্তোত্রে ধ্বনিত গগন।

বিধবা যুবতী যত, যৌবন-বিলাস-গত,
শুষ্ক রূপপদ্মফুল বৈধব্য-অনলে ;
মর্ত্ত্যসুখ পদে দলে, বিশ্বনাথ পদতলে,
অর্পিছে জীবনমন তিতি আঁখিজলে।

সে মহা-আরতি যবে, কে চিতে নীরব রবে,
কে বুঝিবে ভক্তির কি ত্রিদিব উচ্ছ্বাস ;
যেন করি আত্মদান, বিশ্বে ভক্তি মূর্ত্তিমান,
সৌরভে সহস্র যেন মন্দার বিকাশ !

সে মহা-আরতি গীতি, যেন শ্রুতি-বেদস্মৃতি,
—অতীত নৈমিষারণ্যে—পুণ্য তপোবনে ;
বিরচিয়ে সুমণ্ডল, যেন আর্য্য ঋষিদল,
অধিষ্ঠিত শিববাসে শিব-আরাধনে !

অহো কি মহান্ ভক্তি, অহো কি ঐশিকশক্তি,
কি মহাশক্তির তেজে সবি তেজোময় ;
এই তেজোময়ী কাশী, শিবশক্তি পরকাশি,
এ মহীমণ্ডলে মহা-মুক্তির নিলয় !

বার্দ্ধক্যে যৌবন-স্মৃতি, নৈরাশ্যে আশার গীতি,
পাপীর আঁধার বুকে পুণ্যের কিরণ !
কলুষ কুহকজালে, বিমল আলোকমালে,
জাগে কি প্রাণের মাঝে ত্রিদিব-স্বপন।

ল'ভি তেজ সর্ব্বদম, ক্ষুদ্রজীব বজ্রসম,
সাধনে তেজের বাস এ তীর্থনিলয়ে ;
এ তীর্থে সাধক যেই, শিবত্বে সুযোগ্য সেই,
বিশ্বপ্রেমে প্রেমময় সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে !

সার্থক এ চক্ষে আমি, দেখিনু তৈলঙ্গস্বামী,
জীবনে সর্ব্বস্ব-ভোলা, ভোলা ভোলানাথ—
নাহি কোন হেলাদোলা, বিশ্বপ্রেমে আত্মভোলা,
জীবন্ত শিবের মূর্ত্তি—জাগ্রত সাক্ষাৎ !

অপূর্ব্ব জ্ঞানের খনি, কোটী রশ্মিময় মণি,
জ্ঞানময়ী বারাণসী জ্ঞানের সদন ;
জীবজন্মে লভি জ্ঞান, স্বর্গসুধা করি পান,
জ্ঞানের গভীর নীরে হয় নিমগন !

জ্ঞানে কি গভীর নীতি, জ্ঞানে কি অসীম প্রীতি,
জ্ঞানে কি আঁধার চিত্ত উজ্জ্বল উদার ;
জ্ঞানে জীব সর্ব্বসহা, জ্ঞানে শক্তি সর্ব্ববহা,
জ্ঞানে কি উদ্ভেদ শত রহস্য অপার।

জ্ঞানের আঁখির তারা, নহে কভু দিশেহারা,
অন্ধ নিরাকার-তত্ত্বে নিরখে সাকার।
দিব্যদৃষ্টি ফুটাইয়া, ভবভ্রম ঘুচাইয়া,
দেখায় প্রকৃততত্ত্ব আলোক উষার !

ধরি জীব শিবজ্ঞানে, শিবসম শিবধ্যানে,
জীবনে মরণে শিব শিবের সঙ্গমে !
শিব-আশে শিব-গেহ, শিবপ্রেমে শিবদেহ,
শিবের সদনে শিব—শিব সে চরমে !

এস তবে বিশ্বস্বামী, এ বিশ্বে নির্গুণ আমি,
যেতেছি তৃণের সম ভাসিয়ে অকূলে ;
এস হে হৃদয়ে শিব, ভক্তি-অর্ঘ্যে পূজা দিব,
গাঁথি বরগুঞ্জমালা চিত্ত-বন-ফুলে !

প্রেমের পুলক-গীতি, জীবনের চিরপ্রীতি,
জীবনের চিরসুখ ও প্রেম-ছায়ায় ;
সংসারের মরীচিকা, কি প্রখর অগ্নিশিখা,
সতত বিহ্বলে জীবে কেন এ ধরায় !

তোমারি সংসারগেহ, তোমারি স্বর্গীয় স্নেহ,
তোমারি অনন্তলীলা নিত্য দুঃখসুখ ;
কভু হর্ষে বুকভরা, কভু জ্বালা ভয়ঙ্করা,
হাসি অশ্রুমাখা চির সংসারের মুখ !

শোক, তাপ, লজ্জা, ভয়, করে রুদ্র-অভিনয়,
নিত্য এ সংসার-সিন্ধু করি বিধূনিত ;
কেহ ত নহেক স্থির, চঞ্চল জীবন নীর,
কাল-পদ্ম-পত্র-মাঝে সদা আন্দোলিত।

কামনা ঘুরিছে বেগে, ছয় রিপু থাকে জেগে,
প্রতি নরনারী বুকে জ্বলে হুতাশন ;
আত্মসংযমের কথা, শুনিয়াছি যথা তথা,
লৌকিক আচারে দেখি সহস্র বন্ধন !

যথা শত প্রলোভন, ধনরত্ন অগণন,
সদা বিলাসের ক্রীড়া, বিহার উদ্যানে ;
তাহার মাঝারে পশি, চর্ম্মকুশাসনে বসি
কে আছে বসিয়ে বল মজিয়ে ধেয়ানে।

পরিধানে দীনবেশ, অযতনে রুক্ষ কেশ,
শিরে বিমণ্ডিত জটা মলিন বয়ান ;
ত্যজে ভোগ অকাতরে, বুকে কিন্তু রাখে ধ'রে,
ভস্মীভূত বাসনার বিদগ্ধ শ্মশান !

জানি সত্য ব'লে যাহা, ভ্রমেও ভাবিনা তাহা,
বুঝেও প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝে অজ্ঞানী ;
অহো কি মোহের ফেরে, ভূমণ্ডল আছে ঘেরে,
এ মোহমায়ায় মুগ্ধ বিচঞ্চল প্রাণী।

সে প্রেম ঔষধি খরা, হরে মৃত্যু হরে জরা,
অমোঘ অমৃত রসে দেয় প্রাণ ভরি ;—
কি ব্যাধি যাতনা যায়, দুঃখের জীবন যায়,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে মরমেতে মরি।

চারিদিকে শত ব্যথা, অথচ সে প্রেম-কথা,
বিশ্বের মাঝারে সবে কহে অবিরাম ;
মর-প্রেমে শতছল, বিদরিছে মর্ম্মতল,
জাগ্রত জীবন্ত তবু সেই প্রেমনাম ।

কঠোর সংসার-মুখে, পাষাণ-বন্ধুর বুকে,
স্বর্ণ-সূত্র-রেখাবৎ প্রেম-তরঙ্গিণী ?
স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ফুটে রহে, কভু নিবে কভু বহে,
অরুণ করুণ-রেখা আঁধারে যেমনি ।

উদার সে হৃদাকাশ, মহতী প্রেমের বাস,
দেখায় অনন্ত প্রেমে একান্ত অন্তরে ;
সাধনার বিপর্য্যয়, উচ্চনীচ গতি হয়,
উঠে হলাহল সুধা মথিত সাগরে ।

নানা বর্ণে বিশ্ব'পরে, জীবরাজ্য ভেক ধরে,
অবাস্তব ভস্মরাশি বিকাইছে হাটে ;
বাস্তব সে প্রেমসুধা, নাশে জীবনের ক্ষুধা,
সুধু শুনি নাম তার গীতে কাব্যে নাটে ।

কোথায় সে আকিঞ্চন, দিশাহারা অন্বেষণ,
দেখি সেই পথযাত্রী সবে উদাসীন ।
তবু সে রমণী বোলে, ফিরিব কি গৃহকোলে,
লয়ে অন্ধ মনোমৃগ উদ্দেশবিহীন ।

কহে কিছুদিন গতে, সেই বৌদ্ধমঠপথে
দীর্ঘশ্মশ্রুবিলম্বিত যোগী একজন ;—
"কি অরণ্যে কি গহনে, কি আশ্রমে নিকেতনে,
অচেত হইলে শূন্য এ নর জীবন।

দেখ তীর্থ আছে যত, চাঞ্চল্যে সকলি হত,
সকলি বৃথা যে চিত্ত হইলে চঞ্চল।
চিত্ত স্থির যদি হয়, গৃহ বন কিছু নয়,
আঁধারে আলোকে জ্যোতিঃ সম সমুজ্জ্বল।

দেখ এ প্রকৃতি পানে, কি নিকুঞ্জে, কি শ্মশানে,
নিবিড় কান্তারে আর গৃহের উদ্যানে ;
বন-যূথিকার হাস, মালঞ্চে মালতী বাস,
আছে কি প্রভেদ কোন দূর ব্যবধানে!

বন-কোকিলের স্বর, পিঞ্জরেও মনোহর,
ঝঙ্কারে মধুর কণ্ঠ চির-মধুময় ;
একজাতি সুরসাল, তমাল, পিয়াল, তাল,
আস্বাদে বরণে কভু ভিন্নরূপ নয়!

পর্ব্বতঅরণ্যতলে, যে ভীমদাবাগ্নি জ্বলে,
সাগর নীলিম বুকে বাড়ব অনল ;
জলে যে অনল জ্বলে, জ্বলে সে অনল স্থলে,
দহনে সমান দোঁহে উত্তাপে প্রবল!

তেমনি জানিবে মনে, কিবা গৃহে কিবা বনে,
ভেদ কোথা নাহি বিশ্বে প্রেম আরাধনে ;
স্থধু ত্যাগ চিত্ত চায়, আর কিছু নাহি তায়,
এ ত্যাগে স্থগম পথ প্রেমনিকেতনে।

বুঝিতে প্রেমের তত্ত্ব, হও প্রকৃতিতে মত্ত,
কঠোর পুরুষ হেতু প্রকৃতি কোমল ;
লভিতে হইলে শিক্ষা, তার পাশে লও দীক্ষা
এ বিশ্ব-প্রকৃতি প্রেম-শিক্ষার্থীর স্থল।

আনন্দ যদিরে চাও, প্রকৃতির রাজ্যে যাও,
এ মর-আবাসে স্থধু দুঃখ বিড়ম্বনা ;
অন্ধ স্বার্থ সিদ্ধি বিনা, হৃদয়ে হইয়ে দীনা,
অন্য কোন অভিলাষ এ ধরা ধরে না।

স্থধীরে সংযত হ'য়ে, দুর্নিবার চিত্ত লয়ে,
যেতে হয় সে প্রেমের অনন্ত নিলয় ;
না ধরিলে সত্য পথ, নহে পূর্ণ মনোরথ,
বিজ্ঞপ্রদর্শিতপথ কভু মিথ্যা নয়।

হৃদয়ের অন্ধকার, মেঘ-স্তূপ গুরুভার,
দূর করি প্রেমধামে কর বিচরণ ;
রিপু-কুলে পদে দ'লে, জ্ঞানের অতলজলে,
দাও দগ্ধ বাসনারে চির বিসর্জ্জন।

দেখ চেয়ে কালবশে, ঊর্দ্ধ হ'তে তারা খসে,
একে একে শোভা যত হতেছে বিলীন ;
জীবনে যৌবন ছিল, অলক্ষ্যে কে লুটে নিল,
পরেতে করিল জরা বার্দ্ধক্যে শ্রীহীন।

দেখ জ্ঞান-চক্ষু মেলি, রহস্যের দেশে হেলি,
বিশ্বের বিভব সব হতেছে অন্তর ;
এক যায় আর আসে, নূতনের পরকাশে,
বিধাতার বিশ্বরাজ্য সতত সুন্দর।

কিন্তু যে হারায়ে দিশে, অতীত আঁধারে মিশে,
অনন্তের দ্বারে তার বিফল রোদন ;
নব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি, তার অগোচর দৃষ্টি,
সহস্র সাধনা পরে ব্যর্থ আকিঞ্চন !

নূতন সম্বন্ধ যত, নূতনের করগত,
নূতনের কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন সৃজন ;
আলসে যাপিয়ে দিন, পুরাতন লক্ষ্যহীন,
চাহে তার পানে সুধু বাড়াতে বেদন।

আছে তবে যা তোমার, চিনে লও আপনার,
আছে আত্ম-প্রকৃতিতে সে প্রেম মহান্ ;
সাধ তায় নিরবধি, ইন্দ্রিয়েরে জ্ঞানে রোধি,
লভিবে অনন্ত-প্রেমে সে মহা-নির্ব্বাণ।"

শুনি সে সাধুর কথা স্বরগের সে বারতা,
সহসা মধুরধ্বনি পশিল শ্রবণে!
তটিনী উজান বয়, মেদিনী মাধুরীময়
করুণ অরুণরাগে তরুণযৌবনে!

বিশ্বে মহাপ্রেম-ধাম, মোক্ষতীর্থ শিবনাম,
জীবাত্মার মুক্তিক্ষেত্র প্রেমনিকেতন;
আধ ঢুলু ঢুলু আঁখি, চিরদিন চেয়ে থাকি,
জীবনে জাগায় নিত্য প্রেমের স্বপন!

মহাপ্রেম বক্ষে ধ'রে, যোগমগ্ন হের হরে,
জীবতরে জ্ঞানব্রহ্ম প্রেম-অবতার;
প্রকৃতিরূপিণী ওই, জ্ঞানময়ী ব্রহ্মময়ী
পশ্চাতে ছায়ার সম বিভূতি শোভার!

কোন্ রহস্যের দেশে, ফুটে ওঠে নববেশে,
হিমানী-দলিত মম আশার প্রসূন!
এ শূন্য হৃদয়বাসে, কে যেন উজলি আসে,
জাগায়ে নবীনস্মৃতি বাসনা দ্বিগুণ!

কোথায় লুকায়ে ছিল, ধাঁধা দিয়ে দেখা দিল,
মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্যের সাম্রাজ্য সুন্দর;
প্রকৃতির চিরবাস, কোটী শশী পরকাশ,
ত্রিদিবের চিরবাঞ্ছা মর্ত্ত্যের ভিতর!

হে প্রকৃতি, শোভা-হারা, বিশ্ব-গগনের তারা,
চলেছি বিশ্বের পথে তব মুখ চাই' ;
যত দূর চলে দৃষ্টি, শোভার কি রত্ন-বৃষ্টি,
সুধু হেরি মহাসৃষ্টি আপনা হারাই।

বজ্রবিঘ্ন তুচ্ছ করি, দৃঢ়বক্ষে লক্ষ্য ধরি,
করেছি জীবন-পণ তোমারি সাধনে।
তাই তব হৈমদ্বার, চিরমুক্ত অনিবার,
তৃষিত আকুল পান্থে নিরখি তোরণে!

দেখি চক্ষে অনিবার মন্দাকিনী স্রোতোধার,
জীবনের শতগাথা তুলিছে মর্ম্মরে ;
ঘনশ্যাম তটভূমি, সহস্র হিল্লোল চুমি,
ডাকিছে আবেগে মোরে কোটীকলস্বরে!

মোর সিদ্ধ যোগাসন, করে নিত্য বিরচন,
ও চম্পককরলতা অঞ্চল বিছায়ে ;
আবেশে অধীর চিতে এ জীবনে মুক্তি দিতে,
তাই কি ডাকিছ কণ্ঠে দু'বাহু জড়ায়ে!

শ্যাম স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখে, স্নেহ-মধুভরা বুকে,
করে মুগ্ধ চিরলুব্ধ এ চিত্তভ্রমরে ;
ফুটাইয়া রূপরবি, বসন্ত বর্ষার ছবি,
ভুলাও এ বিশ্বে হাসি ও শ্যাম অধরে!

ফুটে কি ত্রিদিব-ভাষা, জাগায়ে শতেক আশা,
মর্ম্মে বিলোড়িত কোন্ অমর উচ্ছ্বাস ;
কি প্রেমে পূরিত গেহ, প্রাণে কি অগাধ স্নেহ,
কি মোহমদিরা-ভরা ক্ষণ-মর্ত্ত্যবাস !

সৌরভে ফুটন্ত ফুল, করে নিত্য প্রাণাকুল,
চারিদিকে বিশ্বরাজ এ বিশ্ব-মন্দিরে ;
লুণ্ঠিতা প্রকৃতিবালা, সৌন্দর্য্যের হেমথালা,
রাখিয়ে চরণে তব আনন্দে অধীরে।

ক্ষুদ্রাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জিয়ে, হৃদিরক্তে সুরঞ্জিয়ে,
প্রকৃতি-মাঝারে প্রেমে সাধি একবার ;
দেখি সে সংযোগস্থলে, কি মণি-মাণিক্য জ্বলে,
ঝরে কোন্ অরবিন্দে মকরন্দ-ধার !

ইতি ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ



পুরুষোত্তমে।

হে আদি সৃষ্টির রূপ, কি মহান্ অপরূপ,
এ মহা-তীর্থের পাশে বারিধি তোমার !
বিস্ময়ে চৌদিকে চাই, আদি নাই, অন্ত নাই,
কোথা এ ব্যাপ্তির শেষ তব পারাবার !

ভ্রূভঙ্গে ভ্রূকুটী-ভরে, হেলায় ইঙ্গিত ক'রে,
জাগাও কি অধীরতা প্রকৃতি-জীবনে;
হৃদয়ে কি অভিলাষ, পূরাইতে কোন্ আশ,
এ ভীম তাণ্ডব তব শয়নে স্বপনে !

আছাড়ি গরজে কূলে, উর্ম্মিমালা ফুলে ফুলে,
ছুটে আসে লক্ষ ফণী ফণা বিস্তারিয়া !
কি ভীষণ ! কি কল্লোল ! কি উন্মত্ত উতরোল !
প্রলয়-বিষাণ বাজে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া !

তরঙ্গে মিশায় কায়, মিশি শোভে সুষমায়,
বালুকা রজতশুভ্র সৈকত সুন্দর !
পৃথ্বী-উপকূল-রেখা, যতদূর যায় দেখা,
হিল্লোলিত ততদূর তরঙ্গ-ভূধর !

প্রমত্ত ভৈরব রণে, বিশাল সৃষ্টির সনে,
জাগায়ে রেখেছ কোন্ অতৃপ্তি ভীষণ !
কি বহ্নি হৃদয় দহে, কি কাল-পবন বহে,
কি আকাঙ্ক্ষা তেজে 'করি' চিত্ত বিলোড়ন !

চক্ষে ঘুমঘোর নাই, আছ অনিমিষে চাই,
নাহি তন্দ্রা, নাহি সুপ্তি, নাহি অবসাদ !
বাড়ব-অনল বুকে, পুষিয়া দুর্ব্বহ দুঃখে,
জগতে ফেলেছ আনি প্রলয়-প্রমাদ !

কি ঐশী-শক্তির বলে, দেবতা-দানব দলে,
ও বুকে মন্দরগিরি করিয়া স্থাপন ;
বাসুকীরে রজ্জু করি', পুচ্ছ বিষ-তুণ্ড ধরি,
তোমার ও হৃদিসিন্ধু করিল মন্থন ;

বিমান চুম্বন করে, তরঙ্গ তরঙ্গ'পরে,
তপন শিহরি উঠে খসি পড়ে তারা।
পাণ্ডুর-অধর শশী, বিমল বরণ মসী,
চরাচর থরথর বিশ্ব দিক্‌হারা!

বক্ষের শোণিত সম, রত্নরাজী প্রিয়তম,
দুর্ল্লভ ত্রিদিবে যাহা এ মর্ত্ত্যে অতুল;
ঐরাবত পারিজাত, বিষকুম্ভ সুধাসাথ,
ইন্দিরা কি সুধাধরা-সৌন্দর্য্যের ফুল!

তোমার চোখের 'পরে, সুরবৃন্দ সুধা হরে,
উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, পারিজাত ফুল;
বিষ্ণু লন বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষদিগ্ধ দৈত্যহিয়া,
হরভাগ্যে হলাহল এ কেমন ভুল!

হৃদয় করিয়া খালি, সবি পরে দিলে ডালি,
শূন্য—শূন্য—শূন্যময়, অন্তর-আগার;
তাই কি বিরামহারা, দুরন্ত উন্মাদ-পারা,
সে দিন হইতে তুমি মহাপারাবার!

তোমার তরল বুকে, ও সৌম্য উদার মুখে,
ছিল কোন্ ভালবাসা প্রেমের লহরী!
কোন্ স্নেহ কোন্ প্রীতি, জীবনের কোন্ গীতি,
ফুটাইয়া ছিলে প্রাণে দিবা বিভাবরী!

কহ সিন্ধু, কোন পাপে, জ্বল হেন মনস্তাপে,
স্থখের কানন কি হে পোড়ে দাবানলে!
কি নৈরাশ্য জড়াইয়া, পড়ে নিত্য আছাড়িয়া,
তোমার উত্তপ্ত বুক বেলায় বিহ্বলে!

অহো কি মনের ভ্রমে, পূততীর্থ সমাগমে,
আবার—আবার—চিত্ত কুহেলিকাময়!
হে জলধি মহাকায়, বুঝিতে নারি যে হায়,
তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব রহস্যনিচয়!

তোমার বরণ হরি, এ বিশ্ব স্থন্দর মরি,
শ্যামলা ধরিত্রী ঊর্দ্ধে নীলিম আকাশ;
কদম্ব কি ফোটে হেসে, তমাল তরুণ বেশে,
মুগ্ধফুলবাসে বন নিকুঞ্জউল্লাস!

এ পৃথ্বী তোমার কোলে, যেন ক্ষুদ্রশিশু দোলে,
জননীর স্নেহ অঙ্কে স্থষমা ছটায়;
কি বিশাল আবরণে, আবরিয়া সযতনে,
দিতেছ করুণা ঢালি প্রেম মমতায়!

তুমি কি বিশ্বের বল, জীবনের লীলাস্থল,
অসীম শকতি সহ বীর্য্য-তরুমূল!
বিকশিত দেবজ্যোতিঃ, প্রতিভা প্রদীপ্তমতি,
রত্নাকরে কর ধরা সৌন্দর্য্য-বহুল!

যায় দিবা, নিশা আশে, রবি চন্দ্র, তারা হাসে,
তুমি স্থজ সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি বিমোহন ;
পূর্ণিমা তোমার শিরে, রচে কি মাধুরী ধীরে,
ভাসে কি আনন্দে বুকে তরুণ তপন !

ল'য়ে ষড় ঋতুদলে, কর ক্রীড়া কুতূহলে,
কালে কালে কি মধুর চিত্র সুশোভন ;
শীতের নিস্তব্ধ বেলা, বরষা-হিল্লোল খেলা,
দুরন্ত নিদাঘে ঘোর তরঙ্গ-গর্জ্জন !

আসে অমাতিথি যবে, বিস্ময়ে নিরখে সবে,
কি স্বচ্ছ নীলিমাময় মূরতি তোমার ;
কি আবেগে আলোড়ন, কি ভীষণ গরজন,
প্রলয়ে উথলে যেন মহা-হাহাকার !

বসি তীরে আনমনে, গত স্মৃতি-স্বপ্ন সনে,
আলসে বহিয়া যায় দিবস ধূসর !
অনন্ত তরঙ্গ-ধার, বিশ্ব করে তোলপাড়,
সংগ্রামে উন্মত্ত যেন লক্ষ মহীধর !

অধীর তড়িত-বেগে, সহসা উঠেছে জেগে,
নবীন উদ্যমে যেন ঘুমভরা বুক !
বসন্ত সমীর স্পর্শে, জীবন্ত স্মৃতির হর্ষে,
এ কোন উল্লাসভরা উন্মাদের সুখ !

গভীর—গভীরতর, প্রাণ তব রত্নাকর,
এ বিশ্ব-সৃষ্টির তুমি অপূর্ব্ব বিকাশ !
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ছায়া, সজীব সৌন্দর্য্য-কায়া,
তোমার ও অঙ্গ বেড়ি হয় সপ্রকাশ !

জীবনী জাগিয়া ওঠে, কামনা-কুসুম ফোটে,
বিকশিত হয় কত স্মৃতি-শতদল ;
ঘুমায়ে পড়ে যে আশা, অধরে নিরুদ্ধ ভাষা,
হেরি বিশ্ব-প্রতিভার রূপ সমুজ্জ্বল।

যবে রুদ্রমূর্ত্তি ঝড়ে, মস্তক লুটিয়া পড়ে,
হৃদয় পাষাণবৎ নিস্পন্দ নিশ্চল ;
চরণ বসিয়া যায়, ভূমে রথচক্র প্রায়,
তুচ্ছ এ মানব-গর্ব্ব যায় রসাতল !

কোন্ ছার ক্ষুদ্রনর, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর,
কি ক্ষুদ্র কীটাণু-আঁখি অন্ধতমসায় ;
শিরোরক্ত সঞ্চালনে, সৃষ্টিতত্ত্ব অন্বেষণে,
ঘুরে ঘুরে আত্মহারা, আঁধার গুহায় !

হেরি তুঙ্গ শৈলসম, উর্ম্মিরাশি ভীমতম,
স্তব্ধ মৌন জড়জীব নির্ব্বাকের প্রায় !
বিকট বদন মেলি, মনে হয় অবহেলি,
ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসিতে চায় রাক্ষসী ক্ষুধায় !

কিন্তু তটপ্রান্তে আসি' ধৌত করি বালুরাশি,
ফিরে যায় উর্ম্মিমালা পশ্চাতে আবার ;
আবার তেমনি ক'রে, তেজোদৃপ্তরাগভরে,
আবেগে চুম্বন করে অধর ধরার !

কি নীল নির্ম্মল জলে, বিশ্বের বরণ জ্বলে,
কি মহামূরতি তায় প্রকট আভাষে ;
কি নব-আবেগ-ভরে, কাঁপে বক্ষ থরথরে,
যুগযুগান্তের মহাশক্তির উচ্ছ্বাসে !

নীলনভে নীলকান্তি, নীলে নীল—নীলভ্রান্তি
আকাশপাতাল নীল একত্বে বিলীন ;
উত্তাল তরঙ্গধার, যেন নীলাব্জের হার,
নয়নে নীলাম্বুময় সৃষ্টি সীমাহীন !

মর্ত্ত্যে পুরীতীর্থ তুমি, শোভন-বৈকুণ্ঠ-ভূমি,
প্রেমের সাগরে হেথা আনন্দ-তুফান ;
তব পুণ্যময় বাসে, কোটী তীর্থযাত্রী আসে,
প্রেমের স্বরূপ হেরি বিমুগ্ধ পরাণ !

কি মহান্ প্রেম সেই, ভেদাভেদ নাশে যেই,—
ঘুচায় চিত্তের ঘোর ঘৃণিত বিকার ;
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নাই— এক লক্ষ্য এক ঠাঁই ;
উচ্চ নীচ তুচ্ছ গণে প্রেম সর্ব্বসার।

কি মহামন্দির মাঝে, প্রেমের মূরতি রাজে,
প্রেমের ঈশ্বর ভবে—প্রেমে জগন্নাথ ;
প্রেমের সাগরে ভাসি, ছড়াইয়া প্রেমরাশি,
বিরাজিত প্রেমরাজ্যে প্রেমে প্রতিভাত !

যে প্রেমে হৃদয় স্থির, নাশে জ্বালা সুগভীর,
যে প্রেমে অনন্ত তৃপ্তি শয়নে স্বপনে ;
জীব যেই প্রেম-আশে, আত্মহারা ধরাবাসে,
মুছেনা যাহার স্মৃতি জীবনে মরণে !

রসনা নিষিক্ত জলে, যে মধু-অমৃত-ফলে,
যার সঞ্জীবন-রসে অমর জীবন !
কণিকা লভিতে যার, প্রমত্ত এ ত্রিসংসার,
দেবাসুরে মিলি নিত্য করে মহারণ !

সে প্রেম কি এ ধরায়, পাব বিনা সাধনায়,
মরুচিত্তে ভক্তিধারা অমৃত-সেচনে ;
হে দেবতা ! প্রেমময়, সেই প্রেমে এ হৃদয়,
ভরিবে কি চিরতরে উথলি জীবনে !

হে সুন্দর ! হে মহান্ ! বিশাল-বিপুল-প্রাণ !
অনন্ত সুনীল সিন্ধু কহ হে আমায় !
বিধির মূরতি সম, ও কি মূর্ত্তি অনুপম,
হৃদয়-দর্পণে তব বিম্বিত ছায়ায় !

গভীর গর্জ্জন সহ, কি রাগিণী অহরহ,
এ কর্ণকুহরে পশে কি বিচিত্র স্বর ;
কি বীণা আলাপ সনে বিশুষ্ক হৃদয়-বনে,
বসন্তসৌরভে চিত করে ভরপূর !

নীল উর্ম্মি নীলাম্বরে, মিশে গেছে স্তরে স্তরে,
কি নীল কৌস্তুভ-আভা বিকীর্ণ ধরায় ;
কোথা প্রাণে জাগে ভয়, প্রেমীচিত্ত প্রেমে লয়,
আলিঙ্গনে আত্মহারা তরঙ্গে ঝাঁপায় !

এ দেবনিবাসে আসি, প্রেমের উল্লাসে ভাসি,
হেরি এ প্রেমের রাজ্যে আনন্দ অপার ;
হেরিতে প্রেমের রূপ, বিশ্বমাঝে অপরূপ,
কি জীব-প্রবাহ চলে কাতারে কাতার !

এস প্রেম সুধাধরা, হেরি রূপ চিতহরা,
এবার হইব শান্ত অশান্ত-জীবনে !
এবার প্রকৃতি-বুকে ঘুমাব মনের সুখে
এবার ডুবিয়া রব তোমারি স্বপনে।

হে পবিত্র তীর্থভূমি, সাধক-আশ্রয় তুমি
তুলিছ কি প্রেমানন্দে জীবন-কল্লোল !
সহস্র প্রেমার্দ্র হিয়া, পথরজে লুটাইয়া,
ভক্তির সঙ্গীতে প্রাণ করে উতরোল।

যেতেছিনু গৃহমুখ, পুষি বক্ষে মর্ম্মদুঃখ,
শুনি সে সাধুর কথা শান্তির আশায় !
পথে বিকশিয়া স্মৃতি, শুনায়ে মধুর গীতি,
হে প্রেম ! তীর্থের পথে ঘুরালে আমায় !

শোভনা প্রকৃতি যথা, প্রেমের বিকাশ তথা,
প্রণয়ের চিত্র চির-সৌন্দর্য্যে জড়িত !
বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের সার, প্রকৃতির প্রেমাগার,
এমন সুখদ-কুঞ্জ কোথায় রচিত !

কি রূপ সৌন্দর্য্য সনে প্রকৃতি-জীবন-বনে,
ফোটে হৃদয়ের বৃন্তে প্রণয়ের ফুল !
চক্ষে আছে দৃষ্টি যার, হেরে সে সৌন্দর্য্য তার,
কোন্ গুণে সে মাধুর্য্য ভুবনে অতুল !

কি গুণে প্রেমের জ্যোতিঃ, মধুর—মধুর অতি,
কি গুণে প্রেমীর হিয়া কুসুম-কোমল !
কোথা প্রেমরূপ সম, আছে রূপ অনুপম,
চক্ষে সে রূপের জ্যোতিঃ কি স্নিগ্ধ উজ্জ্বল !

হে প্রকৃতি ! শ্যামমুখে, সুগভীর স্বচ্ছ বুকে,
কি পবিত্র কি নির্ম্মল প্রেমের বিকাশ।
সে কম হৃদয়াগারে, উথলয়ে শতধারে,
সিন্ধুসম তরঙ্গিত অমর উচ্ছ্বাস্।

হেরি আত্মপর ভুলে, লোটে শত বাহুতুলে,
পূত দেবতীর্থতলে সমুদ্র বিশাল!
মহা প্রেমোচ্ছ্বাসে তার, বিকম্পিত চারিধার,
রহস্য-জড়িত এক মহা-ইন্দ্রজাল!

দূর শূন্য-বক্ষ-ফুটে, কি মহা ঝঙ্কার উঠে,
শান্তির কি স্নিগ্ধধারা বরষে ধরায়!
কি মৃদুল হর্ষরেখা, অধরের প্রান্তে দেখা
দেয় যেন শারদের কৌমুদী-প্রভায়।

কে যেন অলক্ষ্যে হেসে, কহে মৃদু ভালবেসে,
এস পান্থ, এস মোর বিরাম মন্দিরে!
নিসর্গের লীলাস্থল, কি সুন্দর সুশীতল,
আসিয়া নেহার হেথা আলোকে তিমিরে!

প্রকৃতির রম্যবন, দেব-নাট্য-নিকেতন,
মরি কি মধুর চির-সংযোগের স্থল!
অপার অমেয় স্নেহ,— সৌন্দর্য্যমণ্ডিত গেহ,
সন্ধ্যার তারকা সম রশ্মি-সমুজ্জ্বল!

হে প্রকৃতি! সুহাসিনি! মম চিত্ত-বিনোদিনি!
বল কোথা যাব বালা—আর' কতদূর!
দ্রৌপদীর সাটী সম, রাজ্য—দূর—দূরতম,
আমি শ্রান্ত দাও মোরে সান্ত্বনা মধুর!

ইতি সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।



মালাবারে।

অভ্রভেদী অবিরল,   ঊর্দ্ধশির দ্রুমদল,
মালাবার ! শোভে তব বরকলেবরে !
কি কাম্য-কানন শোভা,   জগতের মনোলোভা,
প্রকৃতির লীলাস্থল—কবি মন হরে !

নারিকেল-কুঞ্জঘন,   বিকশিত ফুলবন,
সুন্দর শ্যামল কান্তি বনানী ছায়ায় ;
জড়ায়ে পাদপদলে,   লতিকা সোহাগে ঢলে
বিহগ কূজনে বসি কৌতুকে কুলায়।

অমিয়-মাখান মুখে, সুরভিজড়িত বুকে,
প্রফুল্ল কেতকী প্রাণ করে ভরপূর!
সরোবরে ঢল ঢল, বিকশিত শতদল,
সুরভি-উচ্ছ্বাস-ভরা মদির—মধুর!

নবপ্রেমরাগসনে, কুসুমিত উপবনে,
সুহরিত পত্ররাজি হাসে সুষমায়;
সুধীর সমীর চলে, ছায়াময় বনতলে,
অঞ্জলি ভরিয়া তরু প্রসুন ছড়ায়!

নব দূর্ব্বাদলে ভরা, শ্যামবাসে প্রাণহরা,
বারাণসী সাটী সম উজল প্রান্তর!
রজত-বাপীর পাশে, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে,
শ্বেতপদ্মদাম-সম বলাকা সুন্দর!

চারুচিত্র সম পটে, তটিনীর তটে তটে,
হৃদয়-উল্লাসে রুরু নাচিয়া বেড়ায়;
প্রমোদ-পূরিত বুকে, মুখ রাখি মুখে মুখে,
কপোতকপোতী দুটি জীবন জুড়ায়!

কাননের কমছবি, কি সরস এ অটবী,
পল্লবে পল্লবে ফোটে পদ্মরাগফুল;
ত্রিদিব-সৌরভে তার, ছুটে কি অমিয়ধার,
উন্মত্ত অলির দল ঝঙ্কারি আকুল!

চন্দন নন্দন-বাসে, ললিত লবঙ্গ হাসে,
মধুর মালঞ্চ শোভে শ্যামল শোভায় ;
এলালতা ঘিরে তায়, চুমে কি আদরে হায়,
মালতী মল্লিকা-স্তূপ নিকুঞ্জ-ডালায় !

লয়ে নব পরিমল, বায়ু বহে অবিরল,
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটাইয়ে নানাজাতি ফুলে !
ঘনশ্যাম স্নিগ্ধভায়, নয়ন জুড়ায়ে যায়,
চাহিয়া চাহিয়া স্থধু মুকুলে মুকুলে !

কি নব বসন্ত সনে, বসন্ত-বিনোদ-বনে,
পঞ্চমে দীপক-রাগে পিক তুলে তান ;
শ্যামার স্থন্দর স্বর, স্থধা ঢালে নিরন্তর,
মরম বিঁধিয়া পশে সঙ্গীত মহান্।

বসায়ে আনন্দ মেলা, এমন সৌন্দর্য্য খেলা,
খেল কি প্রকৃতি বালা সাগরের কূলে !
এমন শোভার হার, কেবা গাঁথে অনিবার,
সাজাতে তোমার কণ্ঠ স্থষমা-বহুলে !

কে মহাসাধক সেই, ও রূপে ডুবেছে যেই,
তৃপ্তি ভরি' আছে যার এ মরজীবনে ;
নামায়ে হৃদয়ভার, সার্থক জনম যার,
ও রূপসৌন্দর্য্য হেরি' যুগল নয়নে !

নাহি আর অন্যকাজ, সংসারের লোকলাজ,
সকলি ভুলিয়ে ভাসে উল্লাসের নীরে ;
পলক না পড়ে হায়, সুধু তব মুখ চায়,
প্রভাতে মধ্যাহ্নে রাতে আলোকে তিমিরে !

এ কোন্ বিচিত্র কান্তি, জীবনে জনমে ভ্রান্তি,
এ কোন্ কোমল শান্তি আননে তোমার ?
এ কোন্ বঙ্গের বনে, মলয়ার সমীরণে,
ত্রিদিব-কুসুম-বাসে মত্ত চারিধার !

এ কোন্ শীতল ছায়া, ভুবনমোহিনী মায়া,
বনের বিহগকণ্ঠে পরিচিত গান ;
সেই প্রাণকাড়া সুরে, কে বাঁশী বাজায় দূরে,
কি স্নেহ-সম্ভাষে করে আত্মহারা প্রাণ !

ঘনচ্ছায়া-সমন্বিত, জটাজূট-বিলম্বিত,
কি পবিত্র কি নীরব পাদপ-আশ্রম ;
শান্তির নিভৃত গেহ, জুড়ায় জীবন দেহ,
কোথা এ ভূতলে হেন স্থল মনোরম !

দুগ্ধফেন শয্যাবৎ, পুষ্পময় বনপথ,
নিকুঞ্জ-বিতান আহা ভুবনে অতুল !
সুদূর গ্রামের ছবি, নিরখি মোহিত কবি,
শাখাপত্রজালে যেন তোড়া-বাঁধা ফুল !

ও চারুমণ্ডপে হায়, কারা ওই গান গায়,
ওরা কি অপ্সরোরূপা বন-বিহঙ্গিনী ?
ওরা কি এ মর্ত্ত্যবাসে, স্বরগের সুধাহাসে
স্বভাবের সোহাগিনী বালা-বিমোহিনী !

থাক তবে চিরতরে, ও রূপে ভুবন-ভ'রে,
প্রকৃতির ভরাবুকে বিহঙ্গী লীলায় ;
জনমে সৌন্দর্য্য যার, দারিদ্র্য সাজেনা তার,
ফোটে কি স্বর্গের ফুল এ মরু-ধরায় ?

সৌন্দর্য্য ! তোমারি ধ্যানে, সতত হারাই জ্ঞানে,
কি উগ্র আকাঙ্ক্ষা ল'য়ে অতৃপ্ত বিলাসে ;
এ কোন্ নেশার ঘোর, জড়িত জীবনে মোর,
বাঁধিতে প্রণয়ে তোমা এ বক্ষনিবাসে।

বুঝাও সে সারতত্ত্ব, অনিত্য কি তুমি নিত্য,
মিথ্যার কুজ্ঝটি-ঘেরা অথবা স্বপন !
বৃথা মোহমায়া বশে, আশার ছলনা পশে,
সাহারা মরুতে সৃজি তটিনী-শোভন !

তুমি কি জীবন-শেষে, শব-দেহে নগ্নবেশে,
শ্মশানে চিতার ভস্মে কর আলিঙ্গন ?
তুমি কি মিশিয়া ধীরে, অনন্ত কালের নীরে,
হ'য়ে স্মৃতি-ছায়া ভ্রম এ তিন ভুবন !

তুমি কি হে মৃত্যুনামে, জীবনের শেষ-যামে,
এ পাঞ্চভৌতিক দেহে বিচিত্র বিকার ;
এ মরুধরার বুকে, দাও কি জীবের মুখে
চির-তৃষ্ণাহারী স্নিগ্ধ বারি-পিপাসার !

কে নিবায় জ্ঞান-রবি, কে মুছে তোমার ছবি,
কে আনে হৃদয়ে ব্যথা অশ্রু এ নয়নে ?
কে হৃদে চেতনা হরি' রাখে জড়পিণ্ড করি'
ধরণীর একপ্রান্তে দুর্ব্বহ জীবনে !

কে করে চাতুরী ছল, 'এ রহস্য কি অতল'
বলিয়া ভুলায় সদা জননী সমান !
অবোধ শিশুর সম, হৃদে কি বুঝাব মম,
আশার ছলনে ভুলি' রব কি অজ্ঞান ?

চাহি না আশার ছলে, মজিতে ধরণীতলে,
চাহি না স্বপ্নের সুখ ভুলিয়া বিভ্রমে !
লভিব প্রকৃত যাহা, কে বলে দুর্ল্লভ তাহা,
বাঁধিব—বাঁধিব বুক মরিয়া মরমে।

সৌন্দর্য্য-নদীর কূলে কি মোহ আবেশে ভুলে,
জীবন, যৌবন, রূপ—সকলি বিলয় ;
হেসে উঠে তরুলতা, শ্যামায়িত কি মমতা,
সৌরভে অধীর হ'য়ে শিহরে মলয় !

কি ফুল মাধুর্য্যে ভরা, কি গীতি মধুরতরা,
কি দৃশ্য! হেরিয়া চির মুগ্ধ এ নয়ন!
কি ধীর সমীর বয়, কি প্রেম মদিরময়,
আজন্ম নেশার ঘোরে টলে এ জীবন!

কি কাল-প্লাবনে হায়, বিশ্ব-বক্ষ ভেসে যায়,
যায় রূপ, যায় শোভা, যায় এ যৌবন!
যে বুকে সে প্রেম ছিল, সে কি পুনঃ ফিরে নিল,
এ প্রাণে রাখিয়ে দাগ—স্মৃতির দংশন!

বুকে বিষজ্বালা জ্বলে, এ আঁখি ভরিছে জলে,
ফোটে ইন্দ্রধনু-হাসি ও কার অধরে!
এমনি প্রখর স্মৃতি, এমনি মোহিনী গীতি,
এমনি জড়িত চির এ চিত্তপঞ্জরে!

মৃত্তিকা কি রাখে ধ'রে, হৃদয়ে যতন ক'রে
সে প্রেম অমৃত-বীজ আদরে গোপনে;
পুনঃ কি জন্মের ফলে, বিকশে ধরণীতলে,
অতীতের সে অঙ্কুর তমাল-বরণে!

আসে কি বিশ্বের পরে, পুনঃ নবদেহ ধ'রে,
প্রেমের মূরতিখানি পারিজাত-ফুল;
সেই প্রণয়ের মালী, দেয় কি নবীন ডালি,
চির মধুরসে ভরা অমৃত-অতুল!

থাকে কি স্মৃতির সনে, বিজড়িত সঙ্গোপনে,
সেই মুখ, সেই হাসি, সে লোল চাহনি !
সে অঙ্গ-লতিকাহার, চাঁচর-চিকুর-ভার,
সে কম-কোরক কান্তি এ মনোমোহিনী !

বিজড়িত ফুলমালে, সেই বাহুলতা-জালে,
আজ' সেই নাগপাশে বদ্ধ আলিঙ্গন !
এ শুষ্ক অধরে মোর, এখনো রক্তিমা ঘোর,
এখনো পীযূষ-মাখা বিদ্ধ সে চুম্বন !

হে প্রকৃতি ! রূপরাণি, হেরি ও বয়ানখানি,
আমি আত্মহারা দেবি ও রূপ-উদ্যানে !
বরষি করুণাসার, রচিলে কি শোভাধার,
কুসুমকানন মোর জীবন-শ্মশানে !

ফুটিছে তারকা-ফুল, গগন কিরণাকুল,
মরি কি সুনীল নভে চন্দ্রিকা-লহরী ;
রজনীগন্ধার বাসে, মৃদু মৃদু মধুহাসে,
যুবতী-যৌবন সম শোভে বিভাবরী ।

যে দিকে চাহি গো ফিরে, আমারে রেখেছ ঘিরে,
প্রেমের ভিখারী করি' কি সুখ-সদনে !
সৌন্দর্য্যের ছায়াপথে, ভ্রমি যে কল্পনা-রথে,
বিমানে তড়িত ধরি মেঘের গর্জ্জনে !

আধ অশ্রু আধ হাসি, আলো ছায়া পরকাশি,
ফুটে যে নিদাঘ-রৌদ্র—বরষা-প্লাবন!
শরৎ কি সুষমার, হেমন্ত কি খরধার,
বসন্তে কি পূর্ণিমার উজ্জ্বল কিরণ!

তন্দ্রায় নয়নে মোর, টেনে আনে ঘুমঘোর,
শ্যামলা মেদিনী-অঙ্ক কুসুম-শয়ন!
জননীর স্নেহাধার, অঞ্চল-বাতাসে কার,
সায়াহ্নের ঝুরু ঝুরু বহে সমীরণ!

কণ্ঠের সুভাষ আনে, কুহু কুহু পিক গানে,—
সেই প্রণয়ের ভাষা মন্ত্র-সঞ্জীবনী।
সুবর্ণ রুচির তনু, শ্রাবণের ইন্দ্রধনু,
নয়ন পলকে বাঁধা সহস্র দামিনী।

কি সুখ বাসরে খেলা, কি ফুল্ল ফুলের মেলা,
বিশ্বপ্রেম সাধনার মহাতীর্থ-ভূমি;
আসিয়াছি বহু আশে, ত্যজি দূর গৃহবাসে,
হেরিতে তোমার মুখ—শোভাস্বর্গ তুমি!

মালাবার! যাই তবে, অতিথির মনে রবে,
তোমার আতিথ্য-ব্রত—পুণ্যের নিলয়;
তব তালী-বনশোভা, পথিকের মনোলোভা,
ভারতের শ্যামতীর্থ হেম-জ্যোতির্ম্ময়।

রক্ত পদ্মরাগ-রাগে, প্রভাতে অরুণ জাগে,
হাসে তরু, হাসে লতা, হাসে ফুলফল ;
সকলি আনন্দে হাসে, তোমার বৈকুণ্ঠ-বাসে
কি সুন্দর সরলতা জীবন বিমল !

কি ভাবে হৃদয় ভুলে, সুনীল সমুদ্র কূলে,
কি উচ্ছ্বাসে তরঙ্গের সফেন-চুম্বন ;
আহা কি সুন্দরীতরা, নিশীথিনী মনোহরা,
তারকাখচিত নীল নিথর গগন।

হে শ্যামাঙ্গি ! শ্যামহাসে, থাক চির চিত্তবাসে,
দাও তৃপ্তি চিরপ্রেমে হে তৃপ্তিদায়িনি !
পূরিতে এ মনোরথে, জ্বাল অন্ধকারপথে,
প্রেমের প্রদীপরশ্মি বিশ্ববিমোহিনী !

হ'ল বহুদিন গত মোর চিত্ত বজ্রাহত,
দাবাগ্নি-দহনে শুষ্ক হৃদয়-কানন ;
বর্ষ স্নেহধারা সুখে, মঞ্জরি' উঠুক বুকে
নবীন নশ্বর কান্তি প্রেমের নন্দন !

ইতি অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।



কুমারিকা—অন্তরীপে।

ভারতের সীমাশেষ, কি বিচিত্র রম্যদেশ,
কি বিপুল বারিধির ভৈরব গর্জ্জন !
বিলোল নীলাম্বুরাশি, সৈকত চুম্বিছে আসি,
কুমারিকা-অন্তরীপে বিমুগ্ধ নয়ন।

জীবনী-রূপিণি অয়ি ! প্রকৃতি ! প্রশান্তিময়ি !
কর শান্ত ভবরাত্যা-বিক্ষুব্ধ জীবন।
শক্তি-স্বরূপিণী তুমি, সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি,
ও রূপপ্রবাহে ভেসে যেতেছে ভুবন।

গেছে সে কৈশোর হায়, যৌবন ত যায় যায়,—
নেহারি তোমারে তবু তেমনি নয়নে;
ওঠে তারা ফোটে ফুল, নদী করে কুলুকুল,
বনকুঞ্জ শিহরায় বিহঙ্গ কুজনে।

ফুটাইছ রবিকরে, বজ্র সম শক্তিভরে,
জীব-তরু-মৃত্তিকায় বিশ্বের যৌবন!
নীল কাদম্বিনী কোলে, সোণার দামিনী দোলে,
ঝলকে ঝলকে তুলে রূপের প্লাবন।

নির্ম্মল প্রভাতে হায়, প্রমত্ত মলয় বায়,
শিরায় পশিয়ে আনে তীব্র শিহরণ।
ধরা যেন ধরা নয়, সৌরভিত তন্দ্রাময়,
জাগায় হিয়ার মাঝে ত্রিদিব কম্পন।

মধুর সায়াহ্ন কালে, জলদের অন্তরালে,
রক্তিম তপনে শ্যাম বসুধা সুন্দর;
দোলায়ে শীর্ষক দলে, বিমুক্ত পবন চলে,
উথলে তরঙ্গে যেন হরিত-সাগর।

নিকুঞ্জ-কুসুম বাসে, কি হর্ষে জগৎ হাসে,
অলির গুঞ্জন-ভরা মঞ্জরী মুকুলে;
কি নব বীণার তান, বিমোহিত করে প্রাণ,
ত্রিদিব ঝঙ্কার কোন্ মরমেতে তুলে?

ঢালি কম স্নিগ্ধ ধারা, ঢল ঢল শুকতারা,
ধরে কি উজ্জ্বল নীলে মাধুরী-শোভন ;
হেসে ওঠে ফুলরাণী, হর্ষে ভরা মুখখানি,
আধ তন্দ্রা ঘুমঘোরে জাগায় চেতন।

উদ্যানে, কাননে, বনে, নব প্রভাতেরি সনে,
রক্তিম কুসুমকায়া—আকাশ উজ্জ্বল ;
বরষিয়ে কণ্ঠ-মধু, গায়িছে বিহগ-বধূ,
বক্ষে ঝরে অমৃতের নির্ঝর বিমল !

বিমল সরসী-কায়, ক্ষুদ্র শ্বেততরী প্রায়,
হংসহংসী মনসুখে দিতেছে সাঁতার ;
ছড়াইয়ে পরিমল, শিশিরিত শতদল,
কোমল মৃণাল-বৃন্তে দোলে অনিবার !

পাপিয়া খুলিয়া প্রাণ, কি উচ্ছ্বাসে ধরে তান,
চমকিত দিক্-বধূ মেদিনী শিহরে ;
বিভাস রাগিণী যেন, মূর্ত্তিমতী হ'য়ে হেন,
বাজায় বিনোদ-বীণা প্রভাতী বাসরে।

হেমাভ মধ্যাহ্ন কায়, ঢাকা ধূমকুয়াসায়,
নীলগিরি শ্রেণী'পরে বনরাজী গায়,
কন্দরের ভাগে ভাগে, আলো আর ছায়া জাগে,
সমীর হিল্লোলে ঢুলে দিবস গড়ায় !

ঢালি অভিনব প্রীতি, বন-কপোতের গীতি,
স্থদূর-বিস্মৃত-স্মৃতি ভাসাইয়া আনে;
শ্লথতন্দ্রামদালসে, না জানি কেমনে পশে
উদাস-জড়িত এক বাসনা পরাণে!

কোন্ সান্ত্বনার স্বর, ধ্বনিতেছে নিরন্তর,
শৈলচ্ছায়ে প্রবাহিত তটিনীর স্বরে?
ছায়াময় বনপথে, পূরিতে কি মনোরথে,
বর্ষে তরু পুষ্পাসার পত্রের মর্ম্মরে।

হৃদে কি মদিরা ঢালে, সান্ধ্য সৌরকরজালে,
রক্তরাগে বহ্নিময় গোধূলি গগন!
দশদিক সুরঞ্জিত, বিশ্বমুখ উজলিত,
জ্যোতির্ম্ময় হৈমদ্বার দেখি' উদ্ঘাটন।

হে সৌন্দর্য্য! মধুময়, বিশ্বপ্রেম লোপ হয়,
তুমি যদি না রহিতে এ সৃষ্টি ব্যাপিয়া;
কি মোহ-শক্তির বলে, তোমার ও পদতলে,
দানব মানব দেব র'য়েছে মজিয়া!

মুকুলে অস্ফুট হাস, বক্ষে রুদ্ধ মধু বাস,
ফুটিয়া উঠিছে তায় প্রসূন সুন্দর!
বিশাল মরুর তলে, উত্তপ্ত বালুকা চলে,
তায় বীজাঙ্কুরে শষ্প শোভে মনোহর!

ওই মেঘশিরে কিবা, জ্বলন্ত-কিরণ-বিভা,
চারু চিত্রপট যেন সোণালী সন্ধ্যায় !
মোহিনী শ্যামাঙ্গী ধরা, সন্ধ্যায় মধুরতরা,
চক্ষে ঢালে ঘুমঘোর কি স্নিগ্ধ সুধায় !

শুভ্র অভ্র নভঃ' পরি, শত নবরশ্মি ধরি'
কোন্ প্রাণ-হরা জ্যোতিঃ বিতরে বিমান ?
খুলি পূর্ব্বাশার দ্বার, ছুটে কি আলোকধার,
সুরাগে রঞ্জিত করি' উষার বয়ান !

কালাবর্ত্তে ঘুরি'হায়— গ্রহ হ'তে গ্রহ ধায়,
করি' সৃষ্টি অভিনব শত ভূমণ্ডল !
শ্যামরাজ্য বিভাসিত, প্রাণী-কণ্ঠ-নিনাদিত,
নীল সিন্ধু তরঙ্গিত মেঘে ঝরে জল !

শ্যামানন্ত আলোকিত, বিশ্ব-আঁখি ঝলসিত,
ইন্দ্রায়ুধে কি মাধুর্য্য রৌদ্র-হেম-ছায় ;
নীরব নিথর সব, মেঘমন্দ্রে ঝিল্লীরব,
বধিরি' শ্রবণ-পথ ঝঙ্কারে মাতায় !

বিশ্বরাজ্যে চিরনব, সৌন্দর্য্যের কি বিভব,
এ স্বর্গ-আশ্রমে দেবি হেরিনু নয়নে ;
এখন বুঝিনু তত্ত্ব; সৌন্দর্য্যের কি মহত্ত্ব,
সাধে যারে জীবকুল জীবনে মরণে !

দৃঢ় আয়ত্তের মুখে, এস দেখি, এস বুকে,
নিরাশ-অনলে দগ্ধ হৃদয় জুড়াই!
ও প্রেমে নিমগ্ন হয়ে, স্বর্গের বারতা লয়ে,
এ ভবশ্মশান মাঝে প্রেমগীতি গাই!

শুনি' সে প্রেমের গান, জাগিবে ঘুমন্ত প্রাণ,
জাগিবে উদ্যম নব, আশা সুমহান্;
শিখাও সে গীতি তবে, এনেছ আশ্রমে যবে,
আর যে ঘুরিতে নারে শ্রান্ত এ পরাণ।

সে পীরিতি অবিনাশী, মম হৃদে পরকাশি'
মিশাও অনন্তসনে চিরদিন তরে;
জন্ম, মৃত্যু, জরা যত, হৃদিরাজ্যে করি' হত,
শিখাও মানবে তব সে সিদ্ধ নির্ভরে।

কর্ম্ম-কুরুক্ষেত্র-ভবে, সাজি' জীব মহাহবে,
কে চাহে বিস্মৃতি-বুকে লভিতে মরণ!
বসি প্রেমযোগাসনে, দীর্ঘ যুগ-আরাধনে,
কে না চাহে অমরত্ব প্রেমের সদন?

ডুবে কল্প কাল-নীরে, হয় সৃষ্টি ঘুরে ফিরে,
জীবনে সম্পূর্ণ কোথা প্রেম-আরাধনা;
বাঁধিয়ে মৃত্যুর ডোর, স্বার্থের ছলনা ঘোর,
ঐহিক সুখের আশে নিষ্ঠুর যাতনা!

কোথা প্রেম-নিদর্শন, যবে প্রেমী অদর্শন !
প্রকৃত প্রেমের ভবে আধার কোথায় ?
হে প্রকৃতি জান তুমি, সংসার শ্মশানভূমি,
সে রাজ্য প্রতিষ্ঠা তবে বৃথা কি হেথায় ?

কেন তবে আশাবশে, রাজ্যে তব প্রজা পশে,
এ জীবনে নবযজ্ঞ করি আয়োজন ;
চৌদিকে আনন্দ রব, কার তরে এ উৎসব,
উদ্দেশে কি অভিনব কল্পনা সৃজন ?

নহি আমি জাতিস্মর, পূর্ব্বজন্ম স্মৃতি-কর
না পশে এ চির-রুদ্ধ হৃদয় আঁধারে ;
চির অন্ধকীট সম, আবরিত দৃষ্টি মম,
সৌরভে হইয়ে হারা ঘুরি চারিধারে।

রহে প্রেম চিরতরে, জন্ম হ'তে জন্মান্তরে,
দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা হেরি হেন মনে লয় ;
লভিতে সর্ব্বস্ব ধন, জীবন যৌবন মন
অর্পিতে ধরণী মাঝে উধাও হৃদয় !

না জানি কি ত্রুটি-ফলে, এ বিরহ-চিতা জ্বলে,
হৃদিপিণ্ডে ভস্মস্তূপ করিয়ে গঠন ;
সে ঠাঁই রেখেছ কোথা, এ বহ্নি নির্ব্বাণ যথা,
জনমের চিরসাধ করিতে পূরণ।

কে আঁখি উন্মুক্ত ক'রে বিঁধে সূক্ষ্মদৃষ্টি-শরে,
জীবদুঃখে প্রধূমিত হৃদয়-গহন ;
তত্ত্ব যে বুঝিয়ে ভবে, প্রেমের কাঙ্গাল হবে,
সে বুঝে বিরহে কিবা রহস্য গোপন।

বারেক ফিরালে দৃষ্টি, কোথা স্রষ্টা কোথা সৃষ্টি,
অনন্ত সাধনে কভু না দেখি নির্ণয় !
ডুবিলে ডুবিয়ে যাই, তবু তার অন্ত নাই,
চিত কি ধৈরয ধরে হ'লে মৃত্যুঞ্জয় !

জীবে যবে এত শোক, আছে পরে শান্তিলোক,
যার তরে কল্পিত এ দুর্জ্জয় সাধনা !
রেখেছ কি অন্ধকারে, রুদ্ধ ভবকারাগারে,
রাখিতে এ বুকে চির প্রেমের ধারণা !

লীলাভেদে ভেদ কায়, এক ধ্যান ধারণায়,
শত রূপে একরূপ হে বিশ্ব-রূপিণি !
জন্ম জন্ম ঘুরি' হায়, যুগ বর্ষ মাস যায়,
পোহাতে কি চির-অন্ধ তামসী যামিনী।

ল'ভিতে তোমার দেখা, বিশ্ব মাঝে আমি একা,
জীবনে জীবন কোথা মরণে মরণ ;
বিষম বাজে যে প্রাণে, এ সুদূর ব্যবধানে,
কেন তুমি দূরে ত্যজি এ মনোভবন।

মর্ত্ত্যে নিত্য লীলাময়ী, বিশ্বপ্রেমে প্রেমময়ি,
রেখনা দুরন্ত ক্ষোভ পরাণে আমার;
ব'স প্রেমে হৃদে এসে, সে চারুহাসিনী বেশে,
যার তরে এ ভীষণ সংগ্রাম দুর্ব্বার।

ওই প্রেমমুখ চাই, বিশ্বজ্ঞান মনে নাই,
গৃহসুখস্মৃতি সব বিস্মৃত জীবনে;
অর্দ্ধাহারে অনশনে, শৈলশিরে বনে বনে,
কাটায়েছি কত বেলা বসি আনমনে।

ভুলিয়াছি প্রীতি স্নেহ, চির আরামের গেহ,
তব আকর্ষণ-মোহ মদিরা বিহ্বলে;
দাবদগ্ধ পিপাসার, কি অতৃপ্তি অনিবার,
হ'ল প্রাণ ছারখার মরু-মহীতলে।

দেখিতে তোমার মুখ, বিদরে বিচূর্ণ বুক,
সতত অধীর হিয়া এ মর-নিবাসে;
মাতুয়ারা জ্ঞানহারা, মূর্চ্ছিত মুমূর্ষু পারা,
লালসা লোলুপ মনঃ বিমুগ্ধ বিলাসে।

এস সব যাই ভুলে, তোমারে হৃদয়ে তুলে,
লূতাতন্তু সম বাহুবেষ্টনে বেড়িয়া;
দেখিয়ে তোমার রূপ, পলে পলে অপরূপ,
ঘুমায়ে পড়িব তব সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া।

গায়িব তোমারি গান, দাও সে উদার প্রাণ,
রচিয়ে মোহিনী গাথা কবিত্বে তোমার !
দীন-মর্ত্ত্য-জীব-দুঃখে, ঝরে নয়নাম্বু বুকে,
তবু গো নীরব কোথা ঝঙ্কার বীণার !

হৃদয়ে যে ব্যথা ধর, জীবনের তাপহর,
কোথা মনে হয় হেরি ও রূপ-গরিমা ?
কি পবিত্র সুগভীর, বক্ষে তব প্রেম-নীর,
নাশে চির অভিশপ্ত পাপের কালিমা।

বিশ্ব-বিমোহিনী সাজে, চিত্ত-মরু-ভূমি মাঝে,
দিয়া শান্তি সুশীতল জুড়াও জীবনে ;
তোমারি আশায় হায়, কক্ষচ্যুত গ্রহ প্রায়,
ঘুরিয়াছি ভূমণ্ডল হৃদয় দহনে।

বিদেশী পথিক-বেশে, তৃণ-তরু-শূন্য দেশে,
স'য়েছি নিদাঘ-জ্বালা প্রখর ভীষণ ;
অনাথ কাঙাল সাজে, যাপি' পর্ণাশ্রম মাঝে,
ঘনঘোর বর্ষানিশি জলদগর্জ্জন।

বিশ্ব হ'তে বিশ্ব'পরে, জন্ম হ'তে জন্মান্তরে,
অভিনব সুরপুরে প্রবেশিব গিয়া ;
ধরিয়া তোমার কর, সাধিব গো নিরন্তর,
তোমারি প্রেমেতে রব প্রেমিক হইয়া।

ও প্রেমে প্রেমিক যেই, প্রেমহ্রদে ডুবে সেই,
লভিবে অনন্ত প্রেমে অনন্ত নির্ব্বাণ ;
প্রকৃতির প্রেম সম, কোথা প্রেম অনুপম,
জড়িত প্রকৃতি প্রেমে অনাদি মহান্।

পূর্ণ সদা মনোরথ, প্রকৃতির প্রেম পথ,
যে পারে ধরিতে জ্ঞানে বাসনা বর্জ্জিয়া ;
অহো তার কি আনন্দ, চেতনায় চিদানন্দ,
রহে চির, যথা পুষ্পে সৌরভ মিশিয়া !

দেখাও এ অবসানে, সঞ্জীবনী সুধাদানে,
হে বিশ্ব-প্রকৃতি প্রেমে সৌন্দর্য্য মহান্ !
বিরাম-মন্দির তব, চারুতায় অভিনব,
এ ক্ষুদ্র হিয়াটি লয়ে কর নিরমাণ ।

শিখাইয়া আত্মদান, দিয়া শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান,
মহামন্ত্রে কর মোরে সন্ন্যাসী প্রবীণ ;
লালসা ঘুচায়ে হায়, বিভূতি মাখায়ে গায়,
দাও দণ্ড কমণ্ডলু, পিধানে কৌপীন !

হবে প্রেমে উচ্চ গতি, এ পার্থিব রতিমতি,
ভস্ম হ'য়ে যাবে যত কামনা বিপুল ;
জুড়াবে ঝরিবে সব, ঘুচে যাবে হাহারব,
ভবের বিদগ্ধ তাপ হইবে নির্ম্মূল।

কে ওই সম্মুখে মম, প্রদীপ্ত তারকা সম,
অহো কি প্রখর জ্যোতিঃ ঝলসে নয়ন!
ও কি রে বিদ্যুৎ ছটা, কি তীব্র রূপের ঘটা,
ও যে চির পরিচিত আপনার জন!

'দাঁড়ালে সম্মুখে এসে, কি অপূর্ব্ব চারুবেশে,
কোন্ পুণ্যফলে হেথা প্রবাস-সঙ্গিনী;
প্রকৃতির পুণ্যাশ্রমে, পুনঃ দেবী মনোরমে,
কি ভাবে দিলে গো দেখা হে বরভামিনী।

ত্যজি তোমা হরিদ্বারে, ঘুরিলাম শোভাগারে,
হৃদে লয়ে প্রেম-তৃষা দারুণ দহন;
যতই চলেছি বেয়ে, প্রকৃতি মায়াবী মেয়ে,
ততই জড়ায়ে মোরে ক'রেছে বন্ধন!

আমি যেতেছিনু ফিরে, কি অঞ্চল-জালে ঘিরে,
রেখেছে ভুলায়ে মোরে মোহিনী-মায়ায়;
বুক ভ'রে কত সাধি, নয়ন ভরিয়া কাঁদি,
এ প্রেম বন্ধন ঘোর ছাড়ান যে দায়!'

না ফুরাতে মমবাণী, উত্তরিলা বীণাপাণি,
মধুকণ্ঠে সপ্তস্বরা বীণা বাজে হায়;
হইনু মূকের প্রায় কি নির্ঝর উথলায়,
মরমে পশিল ভাষ সুধার ধারায়!

"ভ্রাতঃ—হ'ল বহুদিন, পথশ্রমে তুমি ক্ষীণ,
কি মহান্, কি গভীর তোমার সাধন ;
প্রিয়শিশু প্রকৃতির, বরপুত্র পৃথিবীর,
তোমার দুর্জ্জয় ব্রত হয়েছে পূরণ।

অদম্য আকাঙ্ক্ষানলে, দগ্ধ তুমি পলে পলে,
আকাঙ্ক্ষার চিতা জ্বলে হৃদয় শ্মশানে ;
এ হেন আকাঙ্ক্ষা যার, আছে কি অসাধ্য তার,
ফুটেছে বাঞ্ছিত ফুল জীবন-উদ্যানে !

ফুটায়ে নির্ম্মল জ্ঞানে, প্রগাঢ় প্রকৃতি ধ্যানে
ডুবিয়া গিয়াছ প্রেমে কি স্বুধা-সাগরে ;
কি বিস্মৃতি আত্মহারা, হয়েছ পাগল পারা,
তাই আর অন্য ভাব জাগে না অন্তরে।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে চিত, কোথা হ'ল উপনীত,
ভাবি দেখ একবার মুদিয়া নয়ন ;
স্মৃতির ব্রততীজাল, বিজড়িত চিরকাল,
সুদূর আশ্রম তব চিত্তবিমোহন।

লভ গো সাধক তুমি, দুর্ল্লভ প্রেমের ভূমি,
অপূর্ব্ব সাধনা তব আজি সমাপন ;
আমিও এসেছি তাই, এস গো দু'জনে যাই,
আর কি সুখের দিন হবে গো এমন।"

'বিশ্ব বিমোহিনী তুমি, ছেড়ে পুনঃ বাসভূমি,
আবার এসেছ ফিরে দুর্গম কান্তারে!
এবার কি সঙ্গে করি, লয়ে যাবে করে ধরি,
এসেছ আদরে তাই ডাকিতে আমারে।'

"শুন হে পথিকবর, আমি ফিরি নাই ঘর,
হে ভ্রাতঃ! নিরখি তব হৃদয়বেদন;
তুমি রত পর্য্যটনে, তীর্থে তীর্থে বনে বনে,
আমি যে অলক্ষ্যে ছিনু ছায়ার মতন!

দুইজনে সম ব্যথী, কাননে কান্তারে সাথী,
ভেঙেছে তোমার বুক কি বজ্র বিঁধিয়া!
অতিথি আমার পাশে, জনশূন্য বনবাসে,
কেমনে তোমারে ত্যজি যাব গো চলিয়া।

বড় বাঞ্ছা হ'ল মনে, তব চিত্ত অধ্যয়নে,
প্রাণে কিসে দিবে শান্তি মরমে সান্ত্বনা!
যে আশে নিরাশ আমি, হারায়ে জীবন-স্বামী,
সে আশা কেমনে পূরে দেখিতে বাসনা!

তুমি জ্ঞানী মতিমান্, আমি নারী হীন-জ্ঞান,
হৃদয়ে সমান কিন্তু ব্যথা দু'জনার;
জ্ঞানেতে আসিবে শান্তি, অজ্ঞানে কি রবে ভ্রান্তি,
গৃহে শান্তি তবে কি হে ভ্রম ললনার!

বুঝেছি সত্যের সার, কোথা সত্য পাবে আর,
মোর লক্ষ্যে উপনীত তুমি জ্ঞানবান্ ;
আনন্দে ভরিছে বুক, হেরি তোমা গৃহমুখ,
এখন বুঝেছ সেই তীর্থ কি মহান্ ?

সেই প্রেমতীর্থে চল, এ বিশ্বে ত্রিদিব-স্থল,
মরি কি মধুর শান্তি বিরাজে সেথায় !
জীবনে মরণে আমি, স্মরিয়া দেবতা-স্বামী,
পূজিব জীবন ভরি লুটায়ে যেথায়।”

‘যাই তবে চল চল, হেরি চির শান্তিস্থল,
অমোঘ তোমার কথা বুঝিনু সুধীরে ;
কি মধুর জ্যোতিঃ ঝলে, সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে,
কি রশ্মি ভাতিছে মম বিরাম-মন্দিরে ?’

ইতি নবম সর্গ।

দশম সর্গ।



বিরাম মন্দিরে।

এস বুকে ধরি ছায়া, ত্রিদিব-মোহিনী মায়া,
ওই সে আমার শান্ত পুণ্য-নিকেতন।
ও নিভৃত গৃহতলে, রক্ত পদ্মরাগ ঝলে,
উথলে কি স্নিগ্ধ-রশ্মি কি নবকিরণ!

ওই সে লতিকা-কুঞ্জ, সুখদ কুটীরপুঞ্জ,
মরি কি ত্রিতাপ-হারী পল্লব-বিতান।
কি স্নিগ্ধ সমীর ধীর, চিররম্য নদীতীর,
মৃদুল হিল্লোলে নামি গিয়াছে সোপান।

এসেছে স্বর্গের আলো, স'রেছে আঁধার কালো,
নয়নে লেগেছে ভাল এ চিত্র সুন্দর !
লাঘব বুকের ভার, বক্ষে সৌন্দর্য্যের সার,
যার অন্বেষণে গত যুগযুগান্তর !

রেখেছি কতই স্মৃতি, শুনেছি অনন্তগীতি,
সঙ্গীতে আলোকে ফুলে হিয়া উদ্ভাসিত ;
প্রকৃতির রম্যস্থান, বনগিরি দৃশ্যমান্,
তুঙ্গ উপত্যকা-শৃঙ্গ অরুণ-রঞ্জিত !

সৌন্দর্য্য জুড়ায় প্রাণ, দেয় তৃপ্তি সুর-তান,
বিমুগ্ধ নয়ন কত বিচিত্র শোভায় ;
হৃদয় শীতল করে, যথা রৌদ্র রবিকরে
তাপিত বাপীর বুক মেঘের ছায়ায় !

এ কি জুড়াবার স্থল, তুষার হিমানীজল,
শ্রান্তির সুখদ-শয্যা নিশীথ-শয়নে ;
এ কি জীবনের গেহ, পূরিত বিমল স্নেহ,
সমীর ঢুলায় পাখা মধুর বিজনে !

এই সেই নদীকূল, কনক চম্পক ফুল,
মদির সৌরভে চির বসন্ত বিকাশে ;
এই সে প্রাচীন বট, ভগ্ন জরাজীর্ণ মঠ,
বকুল-সেফালী-কুঞ্জে ঝরিছে বাতাসে।

সারা জীবনের স্মৃতি, মধুর প্রণয় গীতি,
বিজড়িত জন্মান্তের অমৃত বল্লরী ;
জরাজন্ম মৃত্যুহরা, সুন্দরে সুন্দরীতরা,
যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি ছায়ারূপ ধরি !

ভ্রমিলাম বহুদেশ, স্বর্গ-চিত্র অবশেষ,
হে শ্যামা-প্রকৃতি তব মুখ কি শোভার ;
তোমার কোমল বুক, ধরে কি সান্ত্বনা সুখ,
এ-প্রাণ-বিরামভূমি কোথা আছে আর !

তুমি হাস সুধাহাসি, চিরমুগ্ধ মর্ত্ত্যবাসী.
প্রেমের নির্ঝর বহে ও রূপ-লীলায় ;
বিশ্বের বাসনা অয়ি, তুমি রাণি রূপময়ি !
অতুল ঐশ্বর্য্য সাজে তোমারি ধরায় !

এস চির স্নিগ্ধ-শান্তি দেখায়ে করুণ-কান্তি,
নীরবে প্রাণের গেহ কর সমুজ্জ্বল ;
আমি সিদ্ধ সাধনায়, কোটী উগ্র কামনায়,
লভিতে প্রেমের সুধা চির নিরমল !

দেখি এ জীবন শেষে, ঊর্দ্ধে—বহু ঊর্দ্ধ দেশে,
অমৃত-ভাণ্ডার-ভরা সুধাংশুমণ্ডলে ;
এ চিত-চকোর মোর, তৃষায় উন্মাদ ঘোর,
ওই মৃত্যুহরী রস হরিতে বিহ্বলে !

কত মহা-প্রাণপণ, দূরান্তর পর্য্যটন,
বিশ্বতত্ত্ব অধ্যয়ন এ মরজীবনে !
জীবনের সুখসাধ, মৃত্যুসম অবসাদ,
সকলি বিস্মৃত, ওই লক্ষ্যের সাধনে।

ওই সৃষ্টি, ওই সুখ, ওই আশা, ওই দুঃখ,
ওই স্মৃতি, ওইরূপ, ও জন্ম-সাধনা !
ওই কাম, ওই মোক্ষ, ওই ধর্ম্ম, ওই লক্ষ্য,
ওই তাপ, ওই হর্ষ, ও চির-কামনা !

এখন মিটেছে সাধ, ঘুচেছে সে পরমাদ,
ঘুচেছে নয়নে এবে সে তমসা ঘোর ;
আর না যেতেছে দেখা, সে গভীর চিহ্ন-রেখা,
উজানে তরঙ্গ কোথা বহে প্রাণে মোর !

সায়াহ্ণ জীবন ঢলে, কি স্নিগ্ধ আলোক ঝলে,
যাও দূরে সরে যাও তামসী যামিনী !
ফুটাই গো রাগভরে, নব অরুণের করে,
শান্তির প্রফুল্ল ফুল জীবন-মোহিনী !

যুগরুদ্ধ যাতনায়, অতীতে মিশায়ে যায়,
জীবনের বহুসাধ অম্বু-বিম্ব প্রায় ;
না শুনি আশার ভাষে, তৃপ্তিহারা মর্ত্ত্যবাসে,
বিষাদ জলদজালে শূন্যবক্ষ ছায় !

নহে অসম্ভব কথা, সকলি সম্ভব যথা,
হয় ত অদৃষ্টলিপি নির্ম্মম এমনি ;
হয় ত নীচত্ব হেরে, দারুণ ঘৃণার ফেরে,
ছিল গো পাষাণী হ'য়ে প্রকৃতি-রমণী !

কালেতে ব্যথিত প্রাণ, অভিশাপ অবসান,
স্নেহেতে দ্রবিল হিয়া—নয়ন তরল !
বজ্র-হৃদিপিণ্ড কেটে, ও চিত্ত পাষাণ ফেটে,
প্রবাহিল নির্ঝরের ধারা অবিরল !

সোহাগে ফুটিল ফুল, নদীবহে কুলুকুল,
জাগিয়া উঠিল প্রাণ অমিয় পরশে !
দিবস আগত যেথা, গভীরা রজনী সেথা,
কালিমা-মণ্ডিত হ'য়ে কেমনে নিবসে !

শীতল শ্যামল স্থল, লুপ্ত জন-কোলাহল,
জাগাও আমারে দেবি জাগাও জাগাও !
ত্যজি অবসাদ ঘোর, বিরাম-মন্দিরে মোর,
ব'সি তুমি প্রভাতের নবগীতি গাও !

দেখ তব আলাপনে, গৃহ মঞ্জু কুঞ্জবনে,
পিকগীতে বসুধার নব উদ্বোধন !
আমিও এসেছি ফিরে, তিতি কত আঁখিনীরে,
দাও খুলে উচ্ছ্বাসের সুখ-প্রস্রবণ !

সাধনা হয়েছে শেষ, হেরি ও মোহিনী বেশ,
মরি কি মধুর শ্যাম মূরতি উজ্জ্বল !
তব মুখে অশ্রু হাসি, এ জীবনে ভালবাসি,
ও রূপ-সাগরে ডুবি' হয়েছি বিহ্বল !

এখানে রহিব বসি, হেরিতে মানসী শশী,
জুড়াবে আকাঙ্ক্ষা মোর জুড়াবে জীবন !
এ নির্জ্জন উপবনে, তৃণ, তরু, লতা সনে,
রবে বাঁধা জন্মশোধ প্রাণের বন্ধন।

এখানে স্মৃতির ছবি, ফুটন্ত প্রভাত রবি,
তেমনি রক্তিম রাগে করে ঢল ঢল ;
প্রাণের নিভৃত-কুঞ্জে, তৃষারূপী অলি ভুঞ্জে,
শান্তির শীতল মধু বিমল তরল !

আশার ত তৃপ্তি নাই, শূন্য নিরাশার ঠাঁই,
চঞ্চল অধীর প্রাণ শয়নে স্বপনে ;
হই যত অগ্রসর, সরে তত দূরতর,
শোভন শ্যামল গিরি ত্বরিত গমনে !

সবি ভস্মীভূত যথা, স্মৃতি কি দুর্ল্লভ তথা,
কতক্ষণ স্থায়ী বল সৌন্দর্য্য ভুবনে ?
মুগ্ধ যার মুখ চাই, সে যে শ্মশানের ছাই,
পলক পড়িতে ভর সহে না নয়নে।

যায় মাস বর্ষ দিন,　　ক্রমে তনু তেজোহীন,
দিন দিন দিন গণি, দিন চলে যায়!
সম্মুখে যে আলো ছিল,　ফুৎকারে নিবায়ে দিল,
বিস্মৃতি-আঁধার-বুকে স্মৃতি কি মিশায়?

কারে বলি প্রেম তবে,　　সে স্মৃতি বিস্মৃত যবে,
স্মৃতিশূন্য প্রাণে কোথা প্রেমের নিলয়?
প্রেম কি জীবন-যোগে,　　নশ্বর পার্থিব ভোগে,
মর্ত্ত্যের শ্মশানভস্মে লভে কি বিলয়!

সংশয়ে প্রেমের নাশ,　　হা হুতাশ অবিশ্বাস,
প্রকৃত বিশ্বাসে প্রেম অচল অটল;
পূর্ণপ্রাণে প্রেমাধারে,　　যে জন সাধিতে নারে,
প্রেমের সাধনা তার মূর্খতা কেবল!

মৃত্যু-অন্ধকারে হায়,　　যদি প্রেম মিশে যায়,
স্মৃতি, চিহ্ন-রেখা, সবি লভে অবসান;
সবি শূন্য-কুক্ষিগত,　　সবি দগ্ধ, বজ্রাহত,
যদি চির বিসর্জ্জনে এ স্মৃতি নির্ব্বাণ!

যদি চির শূন্যাগারে,　　মরণের পরপারে,
থাকে জনহীন দেশে নির্ব্বাণ ভীষণ!
জীবাত্মার নাহি লেশ,　　চিরশেষ অবশেষ,
সুধু শেষ হয় যদি মর্ত্ত্যের মরণ!

নাদি হৃদি, নাহি আশা, নাহি স্মৃতি, নাহি ভাষা,
কি দুঃখ তাহায় বল প্রেমিক সুজন ?
তুমি ত ধরায় থাকি, কিছু ত রাখনি বাকি,
তোমার কর্ত্তব্য-শেষ—প্রেম আরাধন !

কুটিল সন্দেহজালে, সমগ্র জীবন কালে,
হ'য়োনা নিরাশ কভু—হ'য়োনা অধীর।
বাঁধি বুকে নব বল, রাখ ধ'রে লক্ষ্য স্থল,
বহাও তন্ময় প্রাণে উচ্ছ্বাস মদির !

প্রেমিক প্রেমিকা হও, দুঃখে রও সুখে রও,
প্রেমের সাধনা জেনো নিষ্কাম সাধনা ;
ত্যজ সুখ, ত্যজ আশা, ভাঙ্গ বাসনার বাসা,
মর-তৃষা নহে প্রেম—ভবের যাতনা !

থাকে যদি স্বর্গভোগ, কর্ম্মের অনন্ত যোগ,
থাকে সাধনার সিদ্ধি—পবিত্র গরিমা ;
থাকে মহা-আকাঙ্ক্ষার, চিরভোগ্য পুরস্কার,
থাকে যদি আনন্দের সুখ-মধুরিমা।

সে আশা ক'রনা ভবে, ভাগ্যে থাকে ভোগ হবে,
নিবৃত্তিতে প্রবৃত্তির তৃষা কর দূর ;
কঠোর সাধনা দুঃখে, আজন্ম ব্যথিত বুকে,
প্রেমের লুকান মূর্ত্তি মধুর—মধুর !

কি সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ আঁখি, অনিমেষে চেয়ে থাকি,
দেখি সেই স্নিগ্ধরশ্মি নয়ন বিভোর !
দূরে—দূরে—চির-দূরে, নিভৃত হৃদয় পুরে,
মগ্ন হয়ে ভাবে ম'জি রজনী উজোর !

দুঃখের নাহি ত হেতু, উড়াও আনন্দ-কেতু,
সৌন্দর্য্যসাগরে প্রেমা চির ডুবে যাও ;
থাকিতে এ দৃষ্টি জ্ঞানে, বিহ্বল কেন হে প্রাণে,
মগন হইয়া ভাবে নিরাশা নিবাও !

উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক হয়ে, উন্মত্ত প্রলাপ ব'য়ে,
করিও না কলঙ্কিত উদ্দেশ্য মহান্ !
মানব জীবনে কিবা, উজ্জ্বল জ্ঞানের বিভা,
রেখো চির প্রজ্বলিত প্রেমিক ধীমান্ !

থাকুক আঁধার-গত, সৃষ্টির রহস্য যত,
থাকুক আশার শত চাতুরী অপার ;
ভবিষ্যের বিমোহিনী, থাক্ তৃষা কুহকিনী,
থাকুক্ অনন্তলীলা নিত্য-নিরাশার।

প্রেমী নিজ পথে চল, নিঃসম্বল হীনবল,
সম্বল বলের সেথা নাহি অধিকার ;
তেজোবহ্নি হৃদয়ের, সে সাধনা প্রণয়ের,
সহায় হইবে তব ব্রতে অনিবার !

হের হে নয়ন ভরি, আহা কি সুন্দর মরি,
এই সেই গৃহ-তীর্থ মহাপুণ্যস্থল ;
নাহি তীর্থ প্রয়োজন, দূরদেশ পর্য্যটন,
তাপিতের চিরস্বর্গ কি স্নিগ্ধ শীতল !

কোথা উদাসিনী তুমি, এই সে মধুর ভূমি,
শান্তির অমৃত উৎস বহিছে হেথায় ;
জুড়াইয়া গেল প্রাণ, হ'ল জ্বালা অবসান,
শুভদিনে বরাননে রয়েছ কোথায় !

সুদূর প্রবাসে মিলে, বিজনে সঙ্গিনী ছিলে,
কত সুশীতল স্নেহে জুড়ালে জীবন।
পুনঃ দেখা দিয়ে শেষে, সে তাপহারিণী বেশে
মিটাইলে হৃদয়ের চির-আকিঞ্চন !

সেই শেষ দেখা দিয়া, কোথায় লুকালে গিয়া,
সচকিতে ছায়া সম হে ছায়ারূপিণি ?
আজিও নয়নে মোর, নিবারি তমসা ঘোর,
ঝলকি ঝলকি উঠে সে রূপদামিনী।

পূর্ণ মোর মনোরথ, আঁধারে দেখায়ে পথ,
মনে হয় ভুল নাই রাখিয়াছ মনে ;
জননী-আদর-ভরে, স্পর্শিলে কোমল করে,
শিশু কি আনন্দ লভে কব তা কেমনে !

প্রাণে ঢালিয়াছ সুধা, মিটেছে আত্মার ক্ষুধা,
জনমের চিরদুঃখ চির অবসান ;
জগতেও এই মত, ঢালি শান্তি অবিরত,
জুড়াও বিশ্বের দেবি বিদগ্ধ পরাণ !

অস্থিমাংস বিজড়িত, রক্তবীর্য্য প্রবাহিত,
নরনারী দেহে চির কামনা বিপুল ;
কামমোহে কি অধীর, অনুরাগ ধরিত্রীর,
প্রেমের সাধনা বিনা হয় কি নির্ম্মূল ?

হবে না হবে না কভু, হলেও জ্ঞানের প্রভু,
বিশাল হৃদয় চাই প্রেমেতে উদার ;
কাপট্য কলুষ নাই, হেন তপস্যার ঠাঁই,
সে শুধু প্রেমীর বুক বিশ্বের মাঝার !

ঘৃণিত চণ্ডালবেশী, হীনমতি নরদ্বেষী,
নির্ম্মম প্রকৃতি যার ক্রূর কর্ম্মফলে ;
সেও লভে প্রেমবলে, আনন্দে অবনীতলে,
প্রীতির অমিয়-ধারা হৃদয়-গরলে।

প্রেমেতে স্বর্গের ছবি, কোথা স্বর্গ রচে কবি,
রুচিভেদে কল্পনার বিচিত্র বিকার।
নয়নে নির্ম্মল জ্যোতিঃ, প্রাণে চির মধুমতী—
এই সে বাঞ্ছিত ধন মর আকাঙ্ক্ষার !

ডুবিয়া সৌরভ হ্রদে, অন্ধ মৃগ মৃগমদে,
অধীর উন্মত্ত হ'য়ে চারিদিকে ধায় ;
অলক্ষ্যে কি সুধাধার, নাভির মণ্ডলে তার,
কি পূর্ণ-ভাণ্ডার-ভরা সুবাস ছড়ায় !

হে শোভনা ! হে সুহাসি ! হে প্রকৃতি অবিনাশি !
তোমারি প্রেমের রাজ্য লইয়া আমায় ;
যুগ যুগান্তর ধ'রে, ক্ষুব্ধ ছিনু যার তরে,
সে যে ছিল চিরদিন লুকায়ে হেথায় !

এ সুখ-সৌন্দর্য্য-ভার, পুণ্যাশ্রম অমরার,
এ গৃহ-বিনোদ-বনে বিশ্ব-বিনোদিনী,
পূরায়ে প্রাণের আশ, বাঁধ মোর চিরবাস,
পোহাইতে প্রবাসের জীবন-যামিনী !

কি বিচিত্র মরদেশ, নাহি তৃষা-আশা-শেষ,
প্রেম ও প্রকৃতি দুটি সৃষ্টির জীবন !
মিশে দোঁহে পরস্পরে, জীবতাপ দূর করে,
এ মরু-হৃদয়ে র'চি তৃপ্তি-নিকেতন !

অধীর প্রেমের বুক, চুমিতে প্রকৃতি মুখ,
তাই কি প্রকৃতি পানে বিদ্যুৎ গমনে—
ছুটে প্রেম আত্মহারা, বিশ্বমাঝে দিশাহারা,
বাঁধি তপ্ত আলিঙ্গনে—সরাগ চুম্বনে !

ওই যে পর্ব্বত-শিরে, গৃহে, বনে, নদীতীরে,
নিভৃত কানন-কুঞ্জে আঁধার গুহায় ;
উদ্যানে ফুলের দলে, সুনীল সিন্ধুর জলে,
ধবল সৈকতে ব'সি বালুকাবেলায়,—

করি চির আরাধন, হ'য়ে যোগে নিমগন,
হেরিনু অপূর্ব্ব যুগ্ম ! কি সৃষ্টি সুন্দর !
সে যুগ্মের লীলাস্থল, এই গৃহ নিরমল,
ঝলে কি প্রভাত-তারা রশ্মি মনোহর !

সুধা-সৌন্দর্য্যের সার, বিশ্ব-বাঞ্ছা ফুলহার,
ঢালে কি মাধুরী-রাশি এ মর নয়নে ;
কোথা স্বর্গ, কোথা সুখ, কোথা প্রেম-মাখা মুখ,
এই সে, এই সে হেথা, এ মঞ্জু ভবনে !

এই সে—প্রীতির রাশি, প্রেমের প্রমোদ হাসি,
এই সে ইন্দ্রের তৃপ্তি—বিশ্বের বিলাস !
এই চিত্র অমরার, হর্ষোচ্ছ্বাস অনিবার,
ফুল্ল পারিজাতদলে শান্তির নিবাস !

এস প্রাণে—এস ধ্যানে, এস হৃদে—এস জ্ঞানে,
এ জৈব প্রেমের সহ হে বিশ্ব-প্রকৃতি !
যুগ্ম বাহু প্রসারিয়া, গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া,
বাঁধি বক্ষে জন্মান্তের ল'য়ে সুখ-স্মৃতি !

নশ্বর নগেন্দ্র কবি, নির্জ্জনে অঙ্কিল ছবি,
চিত্রিত রবে কি প্রাণে স্মৃতি মহিমায়!
এই প্রেম, এ প্রকৃতি, জীবনে জীবন্ত নিতি,
হৃদয়ে রাজীব চির রঞ্জিত শোভায়!

সমাপ্ত।



পরিশিষ্ট।

চতুর্থ সর্গ। ৪৫ পৃষ্ঠা ;

৫ম পংক্তি—'মতি-মসজীদের গলে'—আগরাদুর্গ-মধ্যস্থিত শ্বেত মর্ম্মর-বিনির্ম্মিত রজতশুভ্র ভজনালয়।

৬ষ্ঠ পংক্তি—'নাগিনা মসজীদ—আগরাদুর্গে বেগমদিগের জন্য নির্ম্মিত শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের অতি সুন্দর মসজীদ।

৭ম পংক্তি—'অমল অঙ্গুরী-বাগে'—আগ্রা-দুর্গাভ্যন্তরস্থ উদ্যান-বিশেষ।

৮ম পংক্তি—'খাস মহল'—আগরা দুর্গাভ্যন্তরে বেগমদিগের জন্য সুন্দর প্রাসাদ।

১০ পংক্তি—'শিশ মহল'—আগ্রা দুর্গাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্পণ দ্বারা নির্ম্মিত স্নানাগার বা হামাম।

১২শ পংক্তি—'সম্মন-বুরুজ'—বিবিধ বর্ণের প্রস্তর-খচিত অতি সুন্দর প্রাসাদ-কক্ষ। আগ্রা-দুর্গ মধ্যে যমুনাতীরে অবস্থিত।

পঞ্চম সর্গ। ৫৬ পৃষ্ঠা ;

১ম—১২শ পংক্তি—'ও কি রে বিচিত্র ঘটা—অন্তিম সম্বল'—মধ্যভারতের ত্র্যম্বকতীর্থে ব্রহ্মগিরির ঊর্দ্ধতম শিখর-দেশ গোদাবরী নদীর উৎপত্তি স্থল। মহাদেবের জটা হইতে গোদাবরী নিঃসৃত হইতেছে। পর্ব্বতের সেই অংশ ঠিক জটার ন্যায় মনোহর দৃশ্য। পার্শ্বে বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন মহামুনি গৌতমের প্রতিমূর্ত্তি।

ষষ্ঠ সর্গ। ৫৯ পৃষ্ঠা ;

৫ম পংক্তি—'অপূর্ব্ব গঙ্গার মূর্ত্তি'—রামনগরে কাশীরাজের প্রাসাদভবনের গঙ্গাতীরে প্রবেশদ্বারের বাম প্রকোষ্ঠে শুভ্র মর্ম্মরনির্ম্মিত গঙ্গাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি।

৬২ পৃষ্ঠা।

৬ষ্ঠ পংক্তি—'হিমচূড়ে তীর্থরাজ'—বদরিকাশ্রম।

৬৯ পৃষ্ঠা—১ম পংক্তি—'বৌদ্ধমঠ পথে'—বারাণসীর উপকণ্ঠে সারনাথ নামক স্থানের বৌদ্ধস্তূপ।

সপ্তম সর্গ। ৮৩ পৃষ্ঠা ;

৭ম ও ৮ম পংক্তি—'প্রেমীচিত্ত প্রেমে লয়,—তরঙ্গে ঝাঁপায়'। —কথিত আছে যে, চৈতন্যদেব প্রেমে আত্মহারা হইয়া নীল সমুদ্রকে নীলমাধবজ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে গিয়া তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়াছিলেন।

অষ্টম সর্গ।

৯০ পৃষ্ঠা ৭ম পংক্তি—'এ কোন্ বঙ্গের বনে'—মালাবার প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রায় বঙ্গদেশের অনুরূপ।